চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১২ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার প্রভাব, সরকারি ব্যয় সংকোচনের পথে কঠোর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। করোনার প্রভাব গোটা দেশেই পড়েছে। রাজ্যের অর্থনীতিতেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এই পরিসিথতিতে সরকারি ব্যয় সংকোচনের পথে কঠোর হল রাজ্য সরকার। রাজ্যে সরকারি ব্যয় হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে। আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তার অফিস কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, কোভিড-১৯-কে ঘিরে কিছু কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকারি খরচ বা ব্যয় হ্রাস করার জন্য। এই ব্যবস্থা সমস্ত সরকারি দপ্তর, সরকার অধিকৃত সংস্থা, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, শহর ও গ্রামীণ উভয়ই স্থানীয় সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির উপর প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো - সমস্ত দপ্তরের অফিস খরচ এবং অন্যান্য কন্টিনজেন্ট বাজেটের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ সাশ্রয় করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের অন্তর্গত যে সমস্ত কন্টিজেন্সি ফাণ্ড রয়েছে সেগুলির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে যাতে রাজ্যের সরকারি ফাণ্ডের উপর নির্ভরশীল না হতে হয়। সমস্ত দপ্তরের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ কালেকশনের উপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখাতে হবে।

সমস্ত অফিসগুলিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেল ব্যবহার করতে হবে যাতে কাগজের ব্যবহার কমানো যায়। সমস্ত সরকারি দপ্তর, সরকার অধিকৃত সংস্থা, কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি বিদ্যৎ বিল হাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ন্যূনতম ১০ শতাংশ বিদ্যৎ বিল কমানো যায়। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান, মেলা বা প্রদর্শনী আয়োজন করতে গেলে মুখ্যমীর অনুমোদন নিতে হবে এবং যত কম খরচে করা যেতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি বাজেট থেকে টাকা খরচ করে কোনও প্রকারের জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। যদি কোনও জায়গা পাবলিক ডোনেশন বা গিফট ডিড হিসেবে দান করা হবে তখন দপ্তর তার অনুমোদন দেবে। তহবিলের টাকা তখনই তোলা যাবে যখন খরচ অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। সরকারি দপ্তরে টেলিফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে হবে এবং টেলিফোন বিলের খরচ ১০ শতাংশ কমাতে হবে। এক্ষেত্রে সচিব বা এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ক্ষেত্রে টেলিফোন বিলের খরচ ৫০ শতাংশ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ এবং অন্যান্য আধিকারিকদের ক্ষেত্রে টেলিফোন বিলের খরচ ৩০ শতাংশ হাস করতে হবে।

বিভিন্ন দপ্তরে জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যদি কোনও জিনিস গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটের আওতায় না থাকে তাহলে সরাসরি টেণ্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা যাবে। সরকারি দপ্তরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যে সুদ আসবে তা রাজ্য সরকারের এক্স-চেকারে জমা দিতে হবে। সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের একাধিক গাড়ি দেওয়া হবে না। সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের অফিসে যদি এসি ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে স্টেট ইকোনমি বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। পাবলিক সেক্টর ইউনিট (পি এস ইউ)-গুলির যেগুলি লাভজনক তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিয়মিত মূল্যায়ন করবে এবং লোকসানে চলছে এমন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভরশীল হতে হবে আমাদের, এই শিক্ষাই দিয়েছে করোনা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): আত্মনির্ভরশীল হতে হবে আমাদের প্রত্যেককে, এই শিক্ষাই দিয়েছে করোনাভাইরাস মহামারী। শুক্রবার পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে দেশের সর্বত্র সরপঞ্চ (গ্রাম প্রধান)-দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বার্তালাভের সময় এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী কথায়, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে আমাদের প্রত্যেককে, এই বড় শিক্ষাই দিয়েছে করোনাভাইরাস মহামারী। করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবিলার জন্য, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ভারতীয় গ্রামের মন্ত্র হল "দু গজ দুরি"। গ্রামবাসীদের প্রণাম করি। দুনিয়াকে খুব সহজ শব্দে আপনারা মন্ত্র দিয়েছেন। খুব সহজ শব্দে বলে দিয়েছেন, ২ গজ দূরে থাকুন। গ্রামের মানুষ খুব বড় কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে উন্মুক্ত সীমান্তে পাহাড়া, অতিরিক্ত টিএসআর মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরায় উন্মুক্ত সীমান্তে নজরদারি আরও শক্তিশালী করার জন্য টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বাহিনীর ক্যাম্প আগেই ছিল। কন্ত, এখন বিএসএফ-কে উন্মুক্ত সীমান্তে প্রহরায় সহায়তার জন্য ওই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, করোনা ঠেকাতে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষাতেও কোন ত্রুটি হোক, চাইছি না আমরাউ তাই, ভীষণ সতর্ক ত্রিপুরা সরকার।

ওই আধিকারিক বলেন, উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিক ত্রিপুরায় প্রবেশের আশংকা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে, সীমান্ত সুরক্ষা মজবুত করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় টিএসআর ক্যাম্প রয়েছে। এখন উন্মুক্ত সীমান্ত প্রহরায় বিএসএফ-র সাথে টিএসআর জওয়ান নজরদারি চালাবে। তাঁর দাবি, বিএসএফ-কে সহায়তার জন্যই আই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৭টি স্থানে নজরদারির জন্য শতাধিক টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রায় ৪ হাজার পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন রয়েছেন। ওই আধিকারিকের কথায়, বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের বেড়ে চলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীও সুস্থ আজ হাসপাতাল থেকে মিলবে ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরা এখন করোনা মুক্ত। কারণ, রাজ্যে করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই, আগামীকাল সকালে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। ওইদিনই তাঁকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। ১৪ দিন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। আজ সন্ধ্যায় এই সংবাদ দিয়েছেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডাঃ দ্বীপ কুমার দেববর্মা।

গতকাল ওই রোগীর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। তখনই বুঝা গিয়েছিল, ত্রিপুরা আপাতত করোনা মুক্ত হচ্ছে। গতকাল রাতেই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য-কে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি ফেইসবুক-এ ওই বার্তা দিয়ে রাজ্যবাসীকে সামাজিক দূরত্ব বজায় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন রেখেছিলেন।

স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডাঃ দ্বীপকুমার দেববর্মা বলেন, গত ১০ এপ্রিল ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর সন্ধান মিলেছিল। তিনি প্রথম রোগীর সংস্পর্শে ছিলেন। একই ট্রেনে তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তবে প্রথম রোগী ট্রেনে দ্বিতীয় রোগীর থেকেই সংক্রমিত হয়েছিলেন, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

ডা. দ্বীপকুমার বলেন, গত কয়দিন ধরে করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর ভাইরাল লোড কমছিল না। কিন্তু গতকাল নমুনা পরীক্ষায় তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। আজ ফের তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তিনি বলেন, আগামীকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। এরপর তাঁকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৪ দিনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত প্রথম রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে গেছেন। তিনি বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। দ্বিতীয় রোগীও আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে যাবেন। তাতে আপাতত আগামীকাল ত্রিপুরা করোনা মুক্ত রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে। কিন্তু তবুও, সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। কারণ, দেশে এখনও প্রতিদিন কোনও না-কোন রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছে।

গ্রাম প্রধানদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

রাজ্যের নয়া স্বাস্থ্যসচিব এসকে রাকেশ, এনএইচএম মিশন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জেসওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় নয়া স্বাস্থ্যসচিব পদে এসকে রাকেশ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা পদে সিদ্ধার্থ শিব জেসওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসুকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এসকে রাকেশ এখন স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বর্তমানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, মৎস্য, বন এবং প্রাণী কল্যাণ দফতরের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বন দফতরের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, একই অভিযোগে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসারের পদ থেকে অদিতি মজুমদারকে সরানো হয়েছে। তাঁকে দমকল বিভাগের অধিকর্তা পদে বদলি করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ এপ্রিল ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ও ধর্ষণের ঘটনায় বিলোনিয়া মহিলা থানায় পকসো আইনে মামলা গৃহিত হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম দিলীপ নমঃ। জানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল। সহপাঠীরা আসার আগেই গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে গেলে গৃহ শিক্ষক কুকর্ম সংগঠিত করে। ছাত্রীটি বাড়িতে ফিরে ঘটনাটি অভিভাবকদের জানায়। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষক ঘটনার পর থেকে পলাতক। জানা যায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় কীট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়ম, দুই আধিকারিককে সাময়িক অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় কীট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী-কে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আজ মুখ্যমন্ত্রী ওই অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিক কিরেন গিত্তে এবং তনুশ্রী দেববর্মা-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত না হয়, তার জন্য স্বাস্থ্য সচিব এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা-কে সাময়িক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরে টেস্টিং কিট এবং স্যানিটাইজার ক্রয়ে আধিকারীকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ এমন সংস্থাকে বরাত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সুদীপবাবু অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সুদীপ বর্মন মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আর্থিক অনিয়ম নিয়ে বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন। চিঠি মোতাবেক জানা গিয়েছে, করোনা মোকাবিলায় স্যানিটাইজার এবং টেস্টিং কিট সরবরাহ করার জন্য যে সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই সংস্থার ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরও মায়াঙ্ক টেকনোক্রেসি নামক এই সংস্থাটি স্যানিটাইজার সহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করেছে।

সুদীপ রায় বর্মন মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আরও বলেছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু আধিকারীক কিছু ব্যবসায়ীর সাথে হাত মিলিয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে অধিক মূল্যে সেনিটাইজার ক্রয় করছে ওইসব আধিকারীকরা। এছাড়াও আরও কিছু অনিয়মের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেছেন। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাস্থ্য দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন তাই তিনি যাতে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারীকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এই দাবি করেছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

আজ সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন সম্পর্কে কিছু স্পষ্টিকরণ দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ এপ্রিল, ২০২০ থেকে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরায় কোনও 'হটস্পট' নেই। তাই লকডাউন সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের আদেশ তিনটি 'কন্টেইনমেন্ট জোন' ছাড়া সমগ্র ত্রিপুরায় প্রযোজ্য হবে।

এই কন্টেইনমেন্ট জোনগুলি হচ্ছে গোমতী জেলার গোকুলপুর যেখানে করোনা রোগীটি ছিলো তার চারপাশে ১ কিমি এলাকা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া ও সাতনালা এলাকা। রাজ্য সরকার স্পষ্টিকরণ দিয়ে বলেছে যে, স্বাবলম্বী ও স্ব-উদ্যোগী কর্মীদের পরিষেবা চালু করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ নাপিত, ধোপা, মুচি, কামার, বাড়ির পরিচারক / পরিচারিকা, কুমোর তাদের দোকান ও স্থানীয় কারখানা চালু করতে পারবেন। এছাড়া যন্ত্রপাতি মেরামতির দোকান, কারখানা ইত্যাদিও চালু করা যাবে।

শিল্প উদ্যোগের মধ্যে জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রকল্প, পরিবহণ লাইন পাতা, অপটিক্যাল ফাইবার ও ক্যাবল বসানোর কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে থাকবে খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পণ্য, ফল ও সব্জি, দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য, পোল্টি, মাংস ও মাছ। প্রাণী ও মাছের খাদ্য ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া শিল্প ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল যেমন সিমেন্ট, রড, রঙ, পাথর ইত্যাদির ব্যবসা এবং গ্রামীণ ও শহর এলাকার শিল্পে ব্যবহৃত সামগ্রীর পাইকারি বিক্রি, মোটর পার্টস, বৈদ্যতিক সামগ্রী, ইটভা-া ও চা বাগানে ব্যবহৃত কয়লা ও অন্যান্য জালানি সংগ্রহ, ক'ষি / উদ্যানচাষ, ফুল চাষের উৎপাদন, বীজ / সার ও যন্ত্রপাতির ব্যবসা, পরিষেবা ইত্যাদিরও অনুমতি রয়েছে।

এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা লকডাউন সম্পর্কিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কি কি করা যাবে সে বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে কিছু স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ২০ এপ্রিল, ২০২০ থেকে সড়ক নির্মাণ, সেচ প্রকল্প, বিল্ডিং ও শিল্প প্রকল্পের নির্মাণ কাজ (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ সহ) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক দুরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সামাজিক দুরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে শুক্রবার থেকে ত্রিপুরায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। আগরতলায় ১৩টি কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন হচ্ছে। তাতে, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৩টি এবং মাধ্যমিকের জন্য ১০টি শিক্ষক-শিক্ষিকারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা বলেন, করোনা-র প্রকোপের জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনেকটাই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি। কারণ, গত বছর উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্ত, এবছর সাকুল্যে আড়াই হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ওই কাজে নিযুক্ত

হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, গত বছর ৬টি কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছিল। কিন্ত, এবছর ১৩টি কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, করোনা মোকাবিলায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা খুবই জরুরি। তাই, এবছর উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্থান বাড়ানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনে দেশে কর্মহীন ১৪ কোটি, জানাল সিএমআইই

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনায় কর্মহীন দেশের ১৪ কোটি মানুষ। বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করা করোনা থাবা বসিয়েছে ভারতেও। বহুল জনসংখ্যার দেশ করোনা মোকাবিলায় বেছে নিয়েছে লকডাউনের পথ। আর এই লকডাউনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। বহু মানুষের রুটি রুজিতে টান পড়ছে। এই অবস্থায় সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে কর্মহীন হয়েছে ১৪ কোটি মানুষ।

বিশ্বজুড়ে করোনা অতি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন মহল জানাচ্ছে করোনা মোকাবিলায় প্রধান অস্ত্র হল লকডাউন। করোনা যাতে দেশে না ছড়ায় তার জন্য ভারতে লকডাউন শুরু হয়েছে। আর লক ডাউনের ফলে একাধিক সমীক্ষায় উঠে আসছে কর্মহীন হওয়ার তথ্য। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) সমীক্ষা জানাচ্ছে, ১৯ এপ্রিলে শেষ সপ্তাহে ভারতের বেকারত্বের হার ২৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। ওই সমীক্ষা রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, লকডাউনে দেশের ১৪ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন।

গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই শ্রমিকরা চাপে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিএমআইই-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ ব্যাস। তবে গ্রামে বেকার শহরের তুলনায় বেশি। ভারতের গ্রামে বেকার ২৬.৭ শতাংশ সেখানে শহরের বেকার হল ২৫.১ শতাংশ।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থার কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে কর্মীদের ছাঁটাই না করার জন্য এবং বেতন না কাটার জন্য। যদিও বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। বহু শ্রমিক সংগঠন ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

অন্যদিকে আবার ছোট মাঝারি শিল্প সংস্থার পাল্টা প্রশ্ন, সরকার তো বেতন না কাটা কর্মী ছাঁটাই না করার কথা বলছে কিন্তু তারা সেটা কিভাবে কতদিন পালন করবেন যদি না সরকারি সহায়তা মেলে।

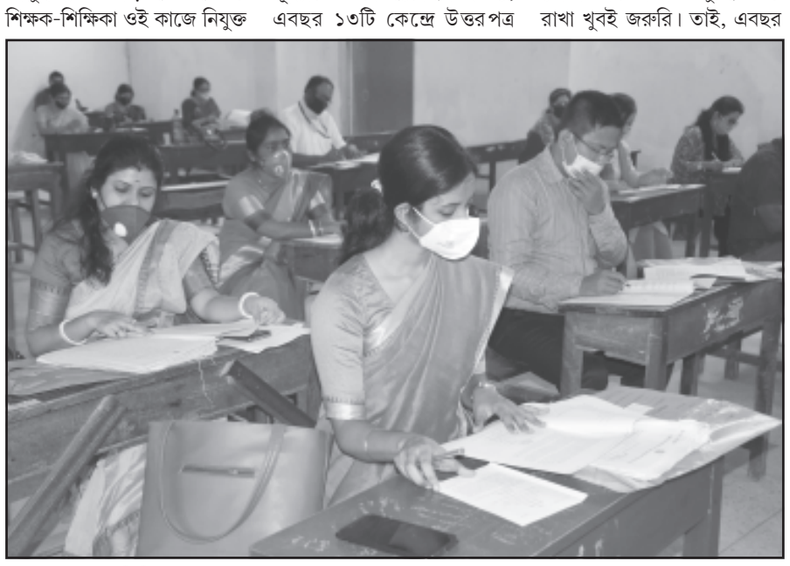

ভারতে প্রথমে ২১ দিনের লকডাউন করার কথা বলা হলেও পরে তা বাড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার রামনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। প্রণয়ঘটিত সমস্যার জেরে আত্মহত্যা এক নাবালিকার। শুক্রবার নিজ বাড়ির বাথরুম থেকে উদ্ধার হয় সোমা বেগমের ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনা দক্ষিণ রামনগর এলাকায়। মৃতার বাবা জানান, বিশালগড় কদমতলীর বাসিন্দা আলামিন মিয়ার সঙ্গে তার মেয়ের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। এই বিষয়টি পরিবারের লোকেরা জানত। মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে বিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। কিন্তু, কোন এক কারণে তাদের মধ্যেও ঝামেলা হয়। ছেলেটি বিয়ে না করার বিষয়ে জানায়। এই নিয়ে সকালেও তাদের মধ্যে কথা হয়। এর পরেই মেয়ের হদিশ না পেয়ে বাড়ির সকলে মিলে খোঁজে নামে। বাথরুমের দরজা ভেতরে থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয়। দরজা কেটে দেখতে পায় মেয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আইজিএম হাসপাতালে। পুলিশ অস্বাভিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৯৪ ◘ ২৫ এপ্রিল ২০২০ ইং ◘ ১২ বৈশাখ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

করোনা মুক্ত ত্রিপুরা

গোটা বিশ্ব জুড়িয়া করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে ভয়াবহ আতংকে আছে সারা বিশ্বই। ভারতও গোটা দেশে করোনার বিরুদ্ধে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধে ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরা বিশেষ স্থান দখল করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা করোনা মুক্ত হইয়াছে। পরপর পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর রিপোর্টও নেগেটিভ আসিয়াছে। বৃহস্পতিবার এক ফেইসবুক বার্তায় এই ঘোষণা দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই ঘোষণায় আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নাই। ত্রিপুরাবাসীকে আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে নিজেরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। আশার কথা ইহাই যে, ত্রিপুরা করোনা মুক্ত হইয়াছে। এখন সর্বনাশা কান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই জারী রাখিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই একজন বহিরাগতকেও রাজ্যে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার মাধ্যমে করোনা মুক্ত ত্রিপুরার ভাগ্য সুরক্ষিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু, করোনার জন্য যখন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ বিধ্বস্ত ও বিপন্ন তখন এই ত্রিপুরায় করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরে টেস্টিং কিট এবং সেনিটাইজার ক্রয়ে আধিকারীকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি লিখিয়া নালিশ জানাইয়াছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। টেস্ট কিট এবং সেনিটাইজার ক্রয়ে যে ব্যাপক কেলেংকারী হইয়াছে সুদীপ বর্মন তাহা তথ্য ভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যেসব সংস্থাকে সরবরাহ করার বরাত দেওয়া হইয়াছে সেই সব সংস্থাগুলির ট্রেড লাইসেন্সেই নাই। অনেকটা স্পষ্ট হইয়াছে যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু আধিকারীক কিছু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া লুট বাণিজ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। করোনা মুক্ত ত্রিপুরার কথা বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আশার বানী শুনাইয়াছেন সেখানে স্বাস্থ্য আধিকারীকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জয়ের আনন্দকে অনেকটাই খাটো করিয়া দিয়াছে। এইসব স্বাস্থ্য আধিকারীকদের বিরুদ্ধে সরকার দেরী না করিয়া ব্যবস্থা নিতে চাহিবে বলিয়া মনে হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাস্থ্য সচিব এনএইচএম অধিকর্তাকে বদলী এবং অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। 'করোনা মুক্ত ত্রিপুরা' ত্রিপুরাবাসীকে কতখানি স্বস্তি আনিয়া দিল তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আজ করোনার মোকাবেলায় বিশ্বের শক্তিধর দেশ আমেরিকা সবচাইতে বেশী বিপন্ন, বিধ্বস্ত অবস্থা। আমেরিকায় চলিতেছে মৃত্যুর মিছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সংঘাত চলিতেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গেনাল্ড ট্রাঞ্জ। এক্ষেত্রে চীনকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে আমেরিকা। হু-কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে মার্কিন অনুদান। হুর পক্ষেও জানানো হইয়াছে করোনার জন্য বিধ্বস্থ পরিস্থিতি সামাল দিতে অনেক বছর লাগিবে।

ত্রিপুরার মানুষ অনেক বেশী স্বস্তিতেই থাকিবার কথা। বহির্রাজ্য হইতে কোনও অবস্থাতেই কোনও লোক আসিতে দেওয়া হইবে না। যদি বিমান ও রেল পরিষেবা বন্ধ করা না হইত তাহা হইলে ত্রিপুরার কপালে অনেক দুঃখ ছিল। বহির্রাজ্যে যাহারা আটকা পড়িয়াছেন তাহাদের জন্য আমাদের অনেক দুঃখ ও বেদনা আছে। কিন্তু, ত্রিপুরার স্বার্থে মারণ ঘাতক করোনাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মানুষকে অনেক বেশী কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া বিকল্প নাই। করোনা মুক্ত ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষকে হয়তো আশার আলো দেখাইবে। পথ নির্দেশও দিতে পারে। এত কিছুর পরও করোনামুক্ত ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর মনে আশার আলো আনিয়াছে।

"সমস্যা নাটকের প্রশিক্ষণ নিয়ে": রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.): 'সাগিনা মাহাতো', 'গল্প হলেও সত্যি', 'হাটে বাজারে', 'এখনই', 'পদি পিসির বর্মী বাক্স', 'সিটি অফ জয়', 'লাফিং বুদ্ধ', 'পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ' সফল একগুচ্ছ বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর মূল পরিচয় নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে। সেলুলয়েডের চেয়েও তাঁর বেশি স্বীকৃতি মঞ্চে। ছয় দশক পূর্ণ হল এই গাঁটছড়ার।

সেই রুদ্রপ্রসাদবাবু লকডাউনে একেবারে ঘরবন্দি উত্তর কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে বাড়িতে। সঙ্গী বলতে স্ত্রী তথা প্রাক্তন অভিনেত্রী স্বাতীলেখা। কী করছেন? লকডাউনে অবশ্য ঘরকন্নার কাজে শামিল হতে হয়নি। প্রশ্নের উত্তরে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানালেন, "কাজের লোক বেশ ক'জন। ওরা দর্জিপাড়ায় বা আশপাশে থেকে। তাই আসতে পাড়ছে।"

লকডাউনে দিনলিপির কতটা বদল হল? রুদ্রপ্রসাদবাবু জানালেন, "আগে উঠতাম সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। তার পর প্রাত্যহিক নানা কাজের মাঝে খবরের কাগজ ও বই পড়া। রুটিনটা এখনও অব্যাহত। না, শরীরচর্চার অভ্যাসটা নেই। সমস্যায় পড়েছি নাটকের প্রশিক্ষণ হচ্ছে না বলে।" কোথায় প্রশিক্ষণ হয়? রাজাবাজার সাইন্স কলেজের টপ ফ্লোরে, ফেডারেশন হলে। প্রতি সোম ও শনিবার হয় ছ'মাসের এই প্রশিক্ষণ। প্রতি রবিবার হয় বাচ্চাদের শিবির। লকডাউনে বিঘ্নিত হচ্ছে। সময় কাটাচ্ছেন কিভাবে? নাট্যকার জানান, "বই পড়ছি। সম্প্রতি ভাল লাগলো ডোম মোরাসের 'আন্ডার সামথিং অফ এ ক্লাউড' আল-বেরুনীর 'ইন্ডিয়া', সালমন্দ ফ্রিড মরিৎজের 'ইট'স নট ইয়েট ডার্ক', হারারের 'হোমোডিউস', 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টুমরো' এবং 'স্যাপিয়েন্স'।" দুই প্রবীন আইনজীবী অশোক গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও এই লকডাউনে আমাকে বইটির কথা বলেছেন! এই প্রতিবেদকের মন্তব্যের জেরে বললেন, "হ্যাঁ। খুব ভাল বই। দ্বিতীয়বার পড়ছি।"

সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কারের পাশাপাশি ওই রুদ্রপ্রসাদবাবু ওই প্রতিষ্ঠানের ফেলো। বিভিন্ন স্বীকৃতির মধ্যে আছে 'বঙ্গবিভূষণ', ইলাহাবাদের জাতীয় নাট্য উৎসবে প্রাপ্ত 'অনুকূল সম্মান' প্রভৃতি। লকডাউন একটা অন্যরকম ভাবনা তৈরি করেছে সবার মনেই। এর প্রভাব কার ওপর কতখানি পড়বে, সময়ই তার উত্তর দেবে।

রাজ্যকে বড় অঙ্কের প্রাপ্য টাকা মেটাল কেন্দ্র

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় অবশেষে কেন্দ্রের তরফ থেকে কর মিটিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের। দীর্ঘকাল ধরে এই পাওনা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য প্রকাশ্য কাজিয়া চলছিল।

সূত্রের খবর, চলতি মাসের কিস্তি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে ৩৪৬১.৬৫ কোটি দিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। তবে এবারেও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির ভাগ্যেই জুটল সব থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি পরিমাণ টাকা পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। চলতি মাসে তাঁদের প্রাপ্য হল ৮,২৫৫.১৯ কোটি টাকা।

এপ্রিলে মোট ৪৬,০৩৮.১০ কোটি অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যেই তা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। এর আগেও করোনার জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলে টাকা দিয়েছে অর্থমন্ত্রক। যদিও সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে এই সময় যাতে কেন্দ্রের তরফ থেকে একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এমনকি তাঁর কথায় সহমত দিয়েছিল অনান্য রাজ্যগুলিও। কিন্তু কেন্দ্রের তরফ থেকে সেই দাবি শোনা হয়নি। তবে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে আরও অনেক বেশি অর্থ পাওনা আছে কেন্দ্রের কাছে। সেই পাওনার ব্যাপারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কতটা ভিন্ন হবে এবারের রমজান

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রমজান পালন করা হবে। প্রতি বছরের মতো এই বছরও আর আল্লাহর থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য কাউকে নামাজ পাঠ করতে দেখা যাবে না। নামাজ পাঠের পর একে অন্যকে আলিঙ্গন করার যে ছবি সেটা আর দেখতে পাওয়া যাবে না। এই সব কিছু মারণ করোনা ভাইরাসের জন্যই হচ্ছে। গোটা মানব জাতির উপর সংকটের মেঘ দেখা দিয়েছে। করোনা থেকে বাঁচতে হলে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মুখে মাস্ক লাগাতে হবে। নামাজ বাড়িতে বসে পড়তে হবে। আর একেবারেই আলিঙ্গন করা চলবে না।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মসজিদে নামাজ পাঠ করা সম্ভব নয়। যারা রোজা করছেন তারা নামাজ পাঠের পর আর মসজিদে বসে খেজুর, ফল এবং জল খাওয়ার সুযোগ পাবে না। এর কারণ হচ্ছে করোনা মোকাবিলায় জারি হওয়া লক ডাউন।এই পরিস্থিতিতে সরকার সামাজিক ও ধর্মীয় স্থানে জনগণকে একত্রিত করার অনুমতি দিতে পারে না। কারণটা খুব স্পষ্ট। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এই লড়াই সুদুরপ্রসারী হতে পারে। এটা সত্য লক ডাউনের প্রথমদিকে যেখানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা তিনদিনে দ্বিগুণ হয়ে যেত সেখানে বর্তমানে তা আটদিন দ্বিগুণ হচ্ছে। এটা একটা বড়ো সাফল্য।

নিঃসন্দেহে এটি দুর্ভাগ্যজনক যে রমজান মাসেও মুসলমানদের মসজিদ থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এতে করে সে এবং গোটা সম্প্রদায় নিরাপদ থাকবে। রমজান মাসে মুসলমানরা ৩০ দিনের রোজা রাখেন। মুসলমানরা এটিকে পবিত্র মাস হিসেবে দেখেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে এই মাসে কুরান শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব তা পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে কারণেই মুসলমান সারা বছর এই মাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। তবে পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিশ্বব্যাপী করোনার মহামারীর কারণে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। সুস্থ হওয়ার চেয়ে বেশি লোক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। এখন মৌলবী, উলেমা, মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিদের উচিত সমগ্র সম্প্রদায়কে ঘরের মধ্যে বসে নামাজ পাঠ করার আহ্বান জানানো। অনেক জ্ঞানী মৌলানা ইতিমধ্যেই এই আহ্বান করছেন। কারণ, এটি এখন সময়ের প্রয়োজন। অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন। সারা দেশে এক ডজনেরও বেশি মুসলমান আইএএস, আইপিএস এবং আইএফএস আমলারাও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘরের ভেতর বসে নামাজ পাঠ করার আহ্বান করেছেন। তারা আরও বলেছে যে করোনার মতো ধ্বংসাত্মক মহামারীর কারণে বিশ্বজুড়ে এক নজিরবিহীন সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি খুব খারাপ। সৌদি আরবের কাবার দরজা শুই মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। মক্কা ও পুরোপুরি খালি। অন্য সময় প্রতিদিন কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয় এখানে।সৌদি আরব ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে দেশের মসজিদগুলিতে পাঁচ প্রহরের নামাজ পাঠ বন্ধ। জুম্মার নামাজও পাঠ করা যাবে না। করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ রোধ করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৌদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরে, এখন আমাদের বড় মসজিদের ইমামদেরও উচিত রমজান মাস ঘরের ভেতর পালন করার জন্য আহ্বান করা।

মনে রাখতে হবে কেবল মসজিদ বন্ধ নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ মন্দির, গীর্জা, গুরুদ্বার এবং অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলিও বন্ধ রয়েছে। মন্দিরগুলিতে শুধুমাত্র পুরোহিতরা এখন পুজো করছে। সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদেও শুধু ইমাম ও মুতাভাল্লি নামাজ পড়া উচিত।

লকডাউনের মধ্যেও মসজিদে নামাজ

যদিও প্রত্যেকেরই এটা জানা রয়েছে যে, লকডাউন চলাকালীন কেরল, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং বেশ কিছু রাজ্যে লকডাউনের নির্দেশিকা তোয়াক্কা করা হয়েছে। কেরলের কোঝিকড়, ত্রিপুর এবং তিরুবনন্তপুরমে কমপক্ষে তিনটি মামলায় দু'ডজনের বেশি মানুষকে মসজিদে নামাজ পাঠের সময় পাকড়াও করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জে লকডাউনের সময়ও মসজিদে নামাজ পাঠের প্রক্রিয়া থামেনি। পুলিশ মহারাজগঞ্জের একটি মসজিদে নামাজ পাঠের সময় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। অর্থাৎ সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার সতর্ক করা সত্বেও নির্লজ্জ মানুষরা শিক্ষা হচ্ছে না।

বাড়িতে থাকার জন্য তাঁরা প্রস্তুত নয়। তাঁরা গোটা সমাজ ও দেশকে মহাসঙ্কটের মধ্যে ফেলেছে। গোটা দেশবাসী তো তবলীগী জামাতের মরকজ দেখেছে। সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব নির্দেশিকা লাগুর পরও রাজধানীর নিজামউদ্দিন এলাকায় তবলীগী জামাতের মানুষজন একত্রিত ছিল। পুলিশ যাওয়া সত্বেও লুকিয়ে ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ছিল। এদের জন্যই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এখন রমজানের সময়, তাই সরকারের সামনেও চ্যালেঞ্জ। রমজানে নামাজ পাঠের জন্য মসজিদে তো পৌঁছে যান মুসলমানরা। শিক্ষিত মুসলমানরা নিঃসন্দেহে বাড়িতে থেকেই নামাজ পাঠ করবেন। তাতে হয়তো তাঁরা খুশি হবেন না। আসলে এমন হবে তা তাঁরা কখন কল্পনাই করেননি। এখন তো কোনও বিকল্প নেই। এখন আশঙ্কা হল, গ্রাম এবং ছোট শহরের মুসলমানরা মসজিদে না চলে যায়। যদি এই পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহলে লকডাউনের সৌজন্যে যে লাভ মিলেছে তা বিফলে চলে যাবে।

এজন্যই লকডাউনের সময়কাল বাড়ানো দরকার। করোনাকে এখনও পর্যন্ত পরাজিত করতে আমরা সফল কোথায় হলাম? সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে জাতীয় স্বার্থেই। মুসলমানরাও তা বুঝতে পারবেন। তবলীগী জামাতের কুকর্ম এবং কিছু রাজ্যে লকডাউনের সময় নামাজ পাঠের কিছু ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে দেশের মুসলমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধিকে সিলমোহর দেবেন। দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো তাঁরাও করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সরকারের পাশে রয়েছেন। করোনাকে ধুলোয় মেশানোর পর গোটা দেশ মুসলমানদের সঙ্গে ঈদের উৎসব উদযাপন করবে।

লকডাউনেও সৃজনশীল শেক্সপীয়ার

ডাঃ রতন ভট্টাচার্য

১৫৬৪ সাল। সে বছর অ্যাভন শহরে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত এভন নদীর তীরে ষ্ট্রাটফোর্ড শহরে শেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন আগে এই শহরে ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল।

তখন প্লেগের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। শেক্সপীয়ার ছোটবেলায় তাঁর পিতা জন শেক্সপীয়ার আর মা আর্ডেন এবং আরো অনেকের কাছে শুনেছেন প্লেগের ভয়ংকরতার কথা। ছোটবেলা থেকে মনের উপরে পড়া প্রভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই ষ্ট্রাটফোর্ড ত্যাগ করে লন্ডন শহরে আসেন। ১৯৯২ সালে লন্ডনেও প্লেগ আবার শুরু হয়। লডকাউনের আওতায় রঙ্গমঞ্চগুলি। শেক্সপীয়ার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে লকডাউনের এই সময় বাড়িতে বসে ছিলেন। সবে নাটক লেখা শুরু করেছিলেন সাথে অভিনয়ও। আসলে তো কবি ছিলেন তিনি। তাই আশ্রয় খুঁজলেন কাব্যময়তায়। প্লেগ কবলিত সময়ের দীর্ঘ অবসর রোম্যান্টিক কবিকে লিখতে অনুপ্রাণিত করলো ১৫৪টি এরকম সব অসাধারণ সনেট।

'বসন্ত দিনের সাথে তুলিবো তোমায়?

তব মুখ আরো প্রিয়, আরো প্রেমময় প্রিয়ফুলে ঝড় তোলে বন্তন শাখায়, আর সবন্তের সীমা-তা ও দ্রুত ক্ষয় হয় দিনমনি দিনমাঝে ঝড়ে তেজোদীপ্ত, তবে প্রথম বছরটার পর প্লেগ কবলিত সময় বীভৎসতার বাস্তবতা উঠে এলো তার বাকি Dark Lady সনেটগুলোতে। মৃত্যুর ভয় আগের এই Fair Friend -র রোম্যান্টিক কবিতাতেও অযাচিতভাবে এসে গেছে। কিন্তু তোমার বসন্ত কভু নেবে না বিদায়, যে রূপ ধরেছো তুমি ক্ষবে না কখনো মৃত্যুর ছায়ায় তুমি যাবে না হারায়'।

সময়ের শেষ সীমা মাড়ালেও, জেনো ডা. মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, শেক্সপীয়ারের কবিতার মতো করে রাস্তাগুলি ঝাড়ু দেওয়ার উচিত। তার রাস্তাগুলি এত ভালভাবে ঝাড়ু দেওয়া উচিত যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত হোস্ট এই রাস্তায় যেতে যেতে বিরতি দিয়ে বলবে এখানে একজন দুর্দান্ত রাস্তার ঝাড়ুদার থাকতেন যিনি তার কাজটি ভালভাবে করেছিলেন। বিষাদময় ভাবনা ফুটে উঠেছিল কিছু সনেটে, 'আমার প্রিয়ার মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল নয়। তার অধরোষ্ঠ থেকে রক্ত প্রবাল অনেক বেশি লাল। তুষারের মত তার বক্ষ শুভ্র সমুজ্জ্বল নয়। তার কেনাজালে মন কৃষ্ণ অমাংস্য জটিল তারের মত জীবনের নানাস্থনে অনেক দেখেছি রক্ত শ্বেত গোলাপ আমার প্রিয়ার গন্ড গোলাপের মত সুন্দর নয়। যে গন্ধ আমার প্রিয় নিঃশ্বাসের সাতে নিঃসৃত হয়, সে গন্ধকে গোলাপের গন্ধের সাথ তুলনা করাই বৃথা অপলাপ। তার কথা ভালবাসা কারণ তা কি যেন এক নেশায় নেশা, কিন্তু সংগীতের মত সেকথা জানি তা মধুর নয়।' তবু মৃত্যুভয়ে ভীত চার পাশের মানুষগুলোকে সাহস দিয়ে গেছেন 'ভীরুরা মরার আগে রারে বারে মরে'। সাহসীরা মৃত্যুর স্বাদ একবারই গ্রহণ করে। চারিদিকের মৃত্যুর ছায়ার দাঁড়িয়ে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি। কখনো আবার দার্শনিকের ভাবনাতে প্রকাশ করেছেন এই পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ। সবাই আমরা অভিনেতা অভিনেত্রী।

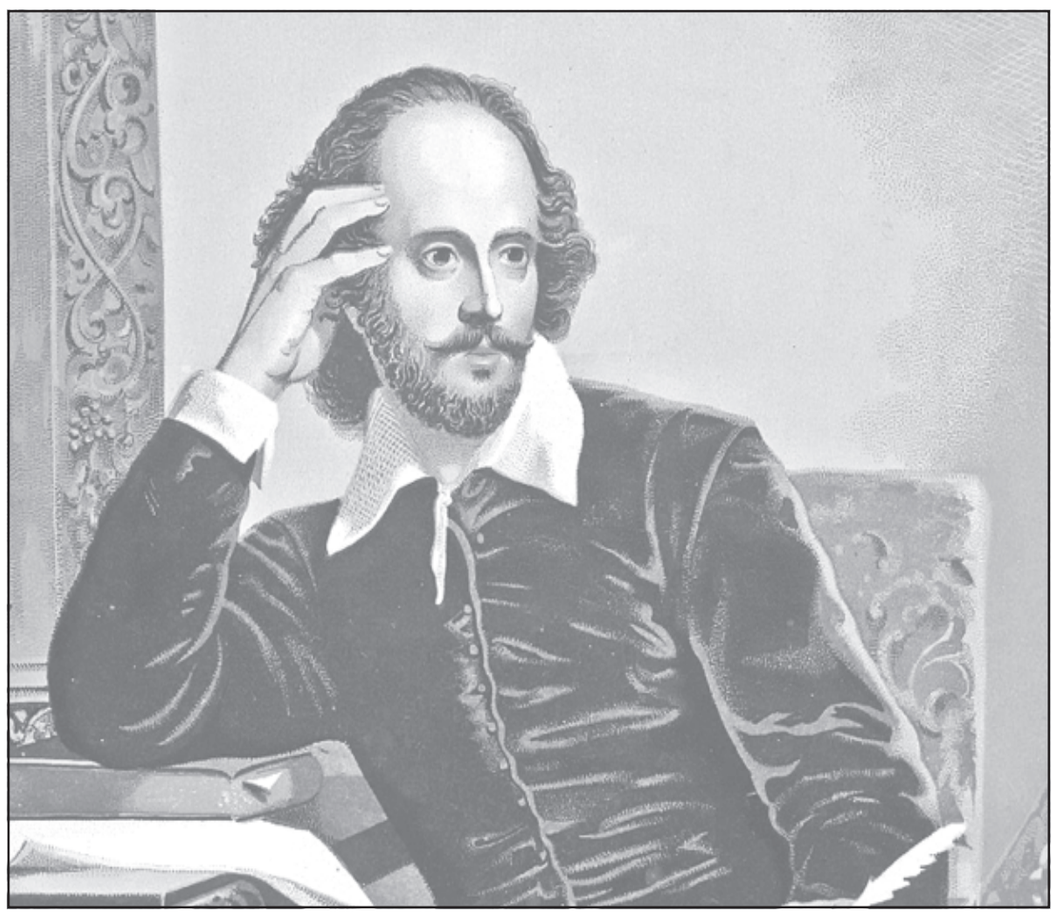

শেক্সপীয়ার-এর ছেলেবেলা এবং পড়াশুনা নিয়ে খুব কমই জানা গেছে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, তিনি স্টার্টফোর্ড-এর কিংস নিউ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন যেখানে তিনি পড়তে এবং লিখতে শেখেন। যেহেতু সকল গ্রামার স্কুলগুলো একই রীতি নীতি অনুসরণ করতো, এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, যে তিনি ল্যাটিন ক্ল্যাসিকাল লেখকদের উপর গ্রামারের উপর ভিত্তি করে বিষদ পড়াশুনা করেছিলেন। আঠার বছর বয়সে শেক্সপীয়ার বিবাহ করেছিলেন তাঁর চেয়ে আট বছরের বড় এ্যানি হাতওয়েকে। বিয়ের পর এ্যানি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তার নাম রাখা হয় সুসানা। এর দু'বছর পর দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়। ছেলে হ্যামলেট মাত্র ১ বছর বেচে ছিল । শোন যায় সংসার নির্বাহের জন্য তাঁকে নানান কাজকর্ম করতে হত। গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়াতে তিনি প্যালিয়ে আসেন লন্ডনে । কিন্তু এই কাহিনী কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। কারণ তাঁর বাবা জন বেশ ধনী ব্যক্তি তবে যেকারণেই হোক তিনি ষ্ট্রাটফোর্ড ত্যাগ করে লন্ডন শহরে আসেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পেশাদারী রঙ্গমঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যা হঠাৎ বনধ হয়ে যাওয়াতে তিনি অন্য আয়ের পথ খুঁজছিলেন। নাট্যজগতের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়েই তাঁর অন্তরের সুপ্ত প্রতিভার বীজকে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত করে তুলছিল। নাট্য সম্পাদনা কাজ করতে করতেই শেক্সপীয়ার অনুভব করলেন দর্শকের মনোরঞ্জনের উপযোগী ভালো নাটকরে বড়ই অভাব। এই অনুমান থেকেই তাঁর নাটক রচনার সূত্রপাত ১৫৯১-৯২ সালে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের লকডাউনের এই সময় তাঁর রচিত কবিতাগুলো সময়কে ধরে রেখেছে আজও।

শেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাস গভীর আগ্রহ ছিল। একদিকে, গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের ইংল্যান্ডের ইতিহাস থেকে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক তৈরি করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটক, উল্লেখযোগ্যভাবে রিচার্জ তৃতীয়, হেনরি চতুর্থ, জুলিয়াস সিজার, এন্টিন এবং ক্লিওপেট্রা। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলোর যুগের লেখার মতে প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১৯৯৫ সাল থেকে ১৫৮৮ সালের প্রথমার্ধে। ১৬০৮ থেকে ১৫৯৬। সেরা চারটি ট্রাজেডি হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথে লেখা হয়েছিল। শেক্সপীয়ারের পরিচিত রচনাগুলির অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৫৮৯ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৬০৩ সালে লন্ডনে প্লেগ আবার শুরু হয়। লকডাউনের আওতায় রঙ্গমঞ্চগুলি। এই সময় শেক্সপীয়ার অখন্ড অবসর কাজে লাগালেন শিল্প সম্মতভাবে রূপকের সাহায্যে বিষাদময় সময়কে নাটকে তুলে ধরার বিস্ময়কর কাজে। বোকাচ্ছিও ডেকামেরন লিখেছিলেন প্লেগের চসার ক্যান্টারবেরি টেলসও প্লেগের পটভূমিকায় রচনা করেছিলেন তিমি মাতালের একজন প্লেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একজন প্লেগার ডাক্তার সেজে তীর্থ লাইনই যথেষ্ট ছিল না কি?

এই রচনাগুলি রোম্যান্স নামেও পরিচিত। তাঁর সমকালে শেক্সপীয়ার ছিলেন একজন সম্মানিত কবি ও নাট্যকার। আজও তার নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুচর্চিত। উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত কমেডি অফ এররস্ অবলম্বনে ১৮৬৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর হাতে চরিত হয় বালা গ্রন্থ ভ্রান্তবিলাস। উল্লেখ, শোভাবাজার রাজবাড়িতে আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে তিনি শেক্সপীয়ারের পাঠ নেন। কথিত আছে, মাত্র পনেরো দিনে তিনি কমেডি অফ এর এই ভাবানুবাদটি রচনা করেছিলেন। অলস ওয়েল দ্যা এন্ডস ওয়েল হলো উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত একটি নাকট। আনুমানিক ১৬০৪-০৫ সাল নাগাদ এই নাটকটি রচিত হয়েছিল। ১৬২৩ সালে ফার্স্ট ফোলিও সংকলনে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথাগতভাবে এই নাটকটিকে মিলনান্তক নাটক বা কমেডি মনে করা হয়। কিন্তু একালের কোনো কোনো সমালোচকের মতে, এই নাটকটি প্রবলেম প্লে বর্গের অন্তর্গত। কারণ, এই নাটকটিকে পুরোপুরি কমেডি বা ট্র্যাজেডি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই নাটকটি বোক্কাচ্চার দেকামেরোন গ্রন্থের ৩.৯ সংখ্যক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। শেক্সপীয়ার সম্ভবত উইলিয়াম পেইন্টারের প্যালেস অফ প্লেজার বইতে গল্পটি পড়েছিলেন। অ্যাজ ইউ লাইক ইট হল উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক। ধারণা করা হয় এটি ১৫৯৯ সালে রচিত হয়েছিল এবং প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে, অ্যাড ইউ লাইক ইট-এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। নাটকটি দর্শকদের কাঠে জনপ্রিয় রয়ে গেছে এবং বেতার, চলচ্চিত্র ও সংগীত নাট্যে প্রায়ই উপযোগ করা হয়ে থাকে। অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর সরাসরিও অব্যবহিত উৎস হল টমাস লজের রোজালিন্ড, ইউফিউয়েস গোল্ডেন লেগ্যাস মার্চেন্ট অব ভেনিস একটি চরিত্র । সে জাতিতে একজন ইহুদি এবং পেশায় সুদ ব্যবসায়ী। পোর্শিয়া এক উকিলের ছদ্মবেশে ঐ আদালতে যায় এবং অসাধারণ চাতুর্যতার সাথে শাইলককে বিচারের পরাজিত করে। বিচারে শাইকল পোর্শিয়া। পোর্শিয়ার অসাধারণ মেধাশক্তির গুণে অ্যান্টোনিও রক্ষা পায়। শাইলকের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে ঈর্ষাপরায়ন ও কুটবুদ্ধি সম্পন্ন। শাইলক চরিত্রটি নাটকটির বহুমাত্রিকতা তুলে ধরেছে দা টেম্পেস্ট হচ্ছে ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের রচিত একটি নাটকে দেখা যায় মিলানের ডিউক প্রসপ্যারো, তার বিশ্বাসঘাতক বাই অ্যান্টনিওর দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়। মানবসভ্যতা থেকে দূরে এক ছোট দ্বীপে আশ্রয় সম্পূর্ণ নাটকটিই ঐ দ্বীপকে কেন্দ্র করে পরিচালিক হয়, যেখানে এরিয়েল ও ক্যালিবান প্রসপ্যারের কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা করে। দ্যা ট্র্যাজেডি অফ ওথেলো, দ্যা মুর অফ ভেনসি জনৈকি মুর-জাতীয় ক্যাপ্টেন অবলম্বনে রচিত হয়। বর্ণবিদ্রষ, প্রেম, ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশোধ ও অনুশোচনার মতো বহু চিবিত্র ও চিরকালীন বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে রচিত। হ্যামলেট বা দি ট্রাজেডি অফ হ্যামলেট, প্রিন্স অফ ডেনমার্ক হল ডেনমার্ক-র পটভূমিতে রটিত শেক্সপীয়ারের সর্ববৃহৎ ট্র্যাজেডি। অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা একটি বিয়োগান্তক নাটক। ক্রিসমাস মৌসুমের সমাপ্তি উপলক্ষে দ্বাদশ রাত্রির বিনোদনের জন্য রচিত হয়েছিল দুঃখ থেকে আনন্দে আনন্দের আনন্দের হাসি এই নাটকের এক বিসময়কর সমন্বয় ছিল । শেক্সপীয়ার কবি হিসাবেও বিশ্বের সেরা কবিদের মধ্যে একজন। প্রথম কাব্য ভেনাস এবং অ্যাডেনিস। মানুষের অন্তরে দেহগত যে কামনার জন্ম সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটেছে রেনেসাঁ-উত্তর পূর্ব। নাট্যকার ও কবি শেক্সপীয়ার ব্রিটিশ জাতির গর্ব, সমগ্র পৃথিবীর ও সম্পদ। ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল (দিনটি ছিল তার বাহান্নতম জন্মদিনও) তার মৃত্যু হলো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় এসইউসিআই'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পাল্টা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : সংবিধানের উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে পাঁচ পাতার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পাল্টা জবাব দেন রাজ্যপাল।" মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার কাজ হল সংবিধান সম্মত পথে চলা, আর আমার কাজ হল সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখা" চিঠিতে তোপ রাজ্যপালের।

মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল আরও লিখেছেন, "করোনা মোকাবিলায় নজর ঘোরাতে চাইছেন। রাজ্যের ব্যর্থতা ঢাকতে নজর ঘোরানোর কৌশল।কাজের দ্বারা সংবিধানকে অসম্মান করছেন। রাজ্যে সুরক্ষার স্বার্থে আমি আপনার সাথে কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করছি, যাতে অভূতপূর্ব কোভিড ১৯ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে এবং রাজ্যের মানুষকে মানসিক সাহস ও শক্তি যোগাতে পারি। যাতে মোকাবিলা করতে পারি। এখন রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সময় আপনার। ম্যাডাম মুখ্যমন্ত্রী, আমি রাজ্যের মানুষের জন্য এবং তাদের কল্যানের জন্য রত। আমি আপনার কাছ থেকে কেবল একটি মেসেজ / ফোন কল আশা করছি। এখন বাহিরের দ্বারা চালিত না হয়ে আপনার বিবেকের কথা শোনার এবং সংবিধান মেনে চলার।

রাজভবন নবান্ন শঠে শাঠ্যং কমবেশি চলছিলই। কিন্তু গতকাল বৃহস্পতিবার তা নতুন মাত্রা পায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে তিনি লেখেন, আপনি হয় তো ভুলে যাচ্ছেন যে আমি এক জন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। আর আপনি একজন মনোনীত রাজ্যপাল। এর উত্তর রাজ্যপাল লিখেছেন , 'এটা কারও জমিদারি নয় যে তাঁর খেয়ালখুশি মতো চলবে'। চিঠিতে রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন, "তিনশো বছর আগে ফুলার লিখেছিলেন, "তুমি যতই সুউচ্চ হও, আইন তোমারও উপরে'।

আশা করি এই শাশ্বত কথাটিকে আপনি গুরুত্ব দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার কাজ হল সংবিধান সম্মত পথে চলা, আর আমার কাজ হল সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখা। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের প্রতি আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তার অবমাননা করেছেন আপনি। এ রাজ্যের মানুষ যাঁকে সম্মানের সঙ্গে 'দিদি' বলে ডাকেন, তাঁর কাছ থেকে এই সংকটের সময় তাঁদের এটাই প্রাপ্য। চিকিৎসকদের আটটি সংগঠন পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, সে কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি যেভাবে সব ঢাকা চাপা দিতে চাইছেন, তার পরিণতি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।এমনকি আইসোলেশন ওয়ার্ডে মোবাইল ফোন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ করোনা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে যত ছবি উঠে আসবে ততই ভাল। তাই রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে আপনার রাজনৈতিক অ্যান্টেনা নামিয়ে রাখুন, সংঘাতের পথ ছেড়ে কাজ করুন"।

নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের গোলাগুলি বর্ষণ, রাজৌরিতে অস্ত্র-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

জম্মু, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শুক্রবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং জনবসতিপূর্ণ গ্রাম লক্ষ্য গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। কালবিলম্ব না করে শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছি ভারতীয় সেমবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই নিয়ন্ত্রণরেখায় অস্ত্র-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সীমান্ত বরাবর একাধিক গ্রাম লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে তারা। ভারতীয় জওয়ানরাও পাল্টা জবাব দেন। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রসঙ্গত, গত ১৭ দিন ধরে লাগাতার জম্মু-কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাক সেনাবাহিনী।

করোনা আবহে যত্রতত্র থুতু ফেলতে নিষেধ করলেন নাখোদা মসজিদের ইমামের

কলকাতা,২৪ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মাঝেও পরছে বিভিন্ন উৎসব। আজ ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হল এবারের রমজান। আর এই রমজান চলাকালীন যত্রতত্র থুতু ফেলতেন নিষেধ করলেন নাখোদা মসজিদের ইমামের।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।সংক্রমণ এড়াতে গেলে থাকতে হবে ঘরে। বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। প্রশাসনের তরফে বারবার সজাগ করা হচ্ছে শহরবাসীকে। আর তাই এবার রমজান চলাকালীন মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়া তো যাবেই না। পাশাপাশি যত্রতত্র থুতুও ফেলা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন নাখোদা মসজিদের ইমামের। যদি একান্তই থুতু ফেলতে হয় তাহলে ফেলতে হবে বাড়িতে কিন্তু কোনভাবেই রাস্তায় ফেলা যাবেনা থুতু কড়া বার্তা ইমামের। পাশাপাশি জমায়েত এড়ানোর পরামর্শ ইমামের।বাড়িতে বেশি জায়গা থাকলেও প্রতিবেশীদের ডেকে নমাজ পড়া যাবে না। দেওয়া যাবে না ইফতার পার্টিও।

রাজস্থানে করোনা-আক্রান্ত আরও ৩৬ জন, সংক্রমিত বেড়ে ২০০০

জয়পুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৬ জন। নতুন করে ৩৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০০০। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন।

আক্রান্ত ৩৬ জনের মধ্যে জয়পুরে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, কোটায় ১৮ জন, ঝালাওয়ারে ৪ জন এবং ভরতপুরে একজন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২০০০-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৭৩ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের।

শক্ত কামড় বসাচ্ছে করোনা, কেরলে মৃত্যু ৪ মাসের শিশুর

মালাপ্পুরাম (কেরল), ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে করোনা-পরিস্থিতি! দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে এবার মৃত্যু হল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৪ মাসের শিশুর। শুক্রবার সকালে কোঝিকোড়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪ মাসের শিশুর।

মালাপ্পুরাম জেলা মেডিক্যাল অফিসার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ৪ মাসের শিশুর শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, শুক্রবার সকালে কোঝিকোড়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ৩ মাস ধরে হার্টের সমস্যা ও নিউমোনিয়ায় ভুগছিল শিশুটি।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩,১৭৬ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছুঁইছুঁই

ওয়াশিংটন, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৩,১৭৬ জন। নতুন করে ৩,১৭৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনা হানায় আমেরিকায় গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ১৭৬ জনের। এ পর্যন্ত আমেরিকায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ হাজার ছুঁইছুঁই (৪৯,৮৪৫)। মোট আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৮০ হাজার ২০৪ জন।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন অর্ণব গোস্বামী, ৩ সপ্তাহের জন্য সুরক্ষা প্রদান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন রিপাবলিক টিভি চ্যানেলের এডিটর-ইন-চিফ অর্ণব গোস্বামী। বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে ৩ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালত। এছাড়াও নাগপুরে দায়ের (নাগপুরে দায়ের হওয়া এফআইআর মুম্বইয়ে ট্রান্সফার করা হয়েছে) হওয়া একটি এফআইআর ছাড়া সমস্ত এফআইআর স্থগিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। এখানেই শেষ নয়, অর্ণব গোস্বামী এবং রিপাবলিক টিভিকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য মুম্বই পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানাতে পারেন অর্ণব গোস্বামী।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে মুম্বইয়ে সস্ত্রীক আক্রান্ত হন অর্ণব গোস্বামী। আক্রান্ত হওয়ার পরই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন অর্ণব। এরপরই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অর্ণবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। সমস্ত মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অর্ণবও সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন। শুক্রবার সকালে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এম আর শাহ-র বেঞ্চে অর্ণবের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি শুরু হয়। অর্ণবের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী মুকুল রোহতাগি। রোহতাগি বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সমস্ত অভিযোগই একইরকম। মহারাষ্ট্রের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিববল, কপিল বলেন, এই ধরনের মন্তব্য করে আপনি (অর্ণব গোস্বামী) সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন, যদি এফআইআর হয়েও থাকে। আপনি এই পর্যায়ে তা কাটাতে পারেন কীভাবে? তদন্ত হতে দিন, এতে ভুল কী? সমস্ত সওয়াল-জবাব শোনার পর, অর্ণবকে ৩ সপ্তাহের জন্য সুরক্ষা প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিভ্রান্তি রুখতে পিআইবি-র ফ্যাক্টচেক ইউনিট

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার এবং এই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ছড়িয়ে পড়া গুজব রুখতে উদ্যোগী হয়েছে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য দিতে তারা ফ্যাক্টচেক ইউনিট গড়ে তুলেছে।

একটা খবর সম্প্রতি ছড়িয়েছিল যে, টেলিযোগাযোগ দফতর বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য নিখরচায় ইন্টারনেট পরিষেবা দিচ্ছে। এই গুজবের প্রেক্ষিতে পিআইবি-র ফ্যাক্টচেক ইউনিট সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে নিখরচায় ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার এই গুজবের কোনও ভিত্তি নেই। যে লিঙ্ক থেকে এই পরিষেবা মিলবে বলে দাবি করা হয়েছিল, সেটিও ভ্রান্ত। টেলিযোগাযোগ দফতর ব্যবহারকারীদের আগামী মে পর্যন্ত নিখরচায় কোনও ইন্টারনেট পরিষেবা দিচ্ছে না। এক গুজব ছড়ানো হয়েছে কোনও কোম্পানির নির্দেশক ও পরিচালন কর্তৃপক্ষ যদি উদাসীনতাবশক বা অবজ্ঞার কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ পান, সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই সংক্রান্ত সংবাদ মাধ্যমের খবরের কোনও ভিত্তি নেই। পিআইবি-র ফ্যাক্টচেক ইউনিটের ট্যুইটে এই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্রের ট্যুইটেও এই সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া রয়েছে। অন্য একটি ক্ষেত্রে পিআইবি-র ফ্যাক্টচেক ইউনিটের পক্ষ থেকে পুনরায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষিতে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত হোটেলগুলি বন্ধ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি।

পিআইবি-র অসম রিজিওনাল ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে আইসিএমআর প্রকৃত অসমবাসীদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষায় সহায়তা করছে না। অসম আঞ্চলিক ইউনিটের ট্যুইটে বলা হয়েছে, এই সংক্রান্ত খবরের কোনও ভিত্তি নেই। তবে, প্রকৃত অসমবাসীদের জিনগত সমীক্ষার ব্যাপারে আইসিএমআর উদ্যোগী হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে খতম ৫০ জন জঙ্গি, লকডাউনের মধ্যেই নিকেশ ১৮

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): চলতি বছরে, এপ্রিল মাস পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস-দমন অভিযানে খতম হয়েছে ৫০ জন সন্ত্রাসবাদী, শুধুমাত্র লকডাউনের মধ্যেই নিকেশ হয়েছে ১৮ জন জঙ্গি। নিহত ৫০ জন জঙ্গির মধ্যে জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈইবা এবং হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডারও রয়েছে। শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

তবে, দুঃসংবাদ হল-এই সময়ের মধ্যেই শহিদ হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর ১৭ জন জওয়ান এবং ৯ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৫০ জন জঙ্গি। তার মধ্যে করোনাভাইরাস লকডাউনের মধ্যেই খতম হয়েছে ১৮ জন জঙ্গি।

নবম দিনেও মৃত্যুর খবর নেই, চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৬ জন

বেজিং, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসকে পরাজিত করে ছন্দে ফিরেছে চিন। চিনে থেমেই গিয়েছে মৃত্যু-মিছিল। এই নিয়ে পরপর ৯ দিন, করোনায় সংক্রমিত হয়ে শুক্রবারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই চিনে। তবে, নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৬ জন, যা এখনও পর্যন্ত সবথেকে কম।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ জন, বৃহস্পতিবার সারাদিনে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮০৪। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩২-এ থমকে গিয়েছে।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১১,১৫৫, মৃত্যু ২৩৭ জনের

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানের করোনা-পরিস্থিতি দিন দিন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। ২৪ এপ্রিল, শুক্রবার সকাল ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১১,১৫৫-এ পৌঁছেছে। আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখনও সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশেই, সেখানে সংক্রমিত ৪,৭৬৭ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩,৬৭১ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১,৫৪১, বালোচিস্তানে ৬০৭, ইসলামাবাদে ২১৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩০০, আজাদ কাশ্মীরে ৫৫।

সংক্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানে মৃত্যুও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩৭ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৬৫, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮৩, বালোচিস্তানে ৮, ইসলামাবাদে ৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

ম্যানিলায় বাড়ল লকডাউনের মেয়াদ, ১৫ মে পর্যন্ত থাকতে হবে ঘরেই

ম্যানিলা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় বাড়ল লকডাউনের মেয়াদ। করোনাভাইরাসের প্রকোপ রুখতে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত ম্যানিলায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রোড্রিগো দুতেরতে। তবে, যে সমস্ত স্থানে করোনা-প্রকোপ প্রায় নেই বললেই চলে, সেই সমস্ত স্থানে শিথিল করা হবে লকডাউন। শুক্রবার ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রোড্রিগো দুতেরতের মুখপাত্র হ্যারি রোক জানিয়েছেন, বিশিষ্ট প্যানেলের সুপারিশ মতো ম্যানিলায়, আগামী ১৫ মে পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

অপেক্ষাই সার, কেন্দ্রীয় দলের সঙ্গে দেখা করতে এল না রাজ্যের প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ২৪এপ্রিল (হি. স.): কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে আর কোন তথ্য রাজ্যের তরফে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারকে যে তালিকা দিয়েছিল, সেই তালিকায় ছিল রাজ্যের বেশ কয়েকটি হটস্পট এলাকা, করোনা হাসপাতাল ও কয়েকটি বাজার। ফলে শুক্রবার সেই সমস্ত জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের। কিন্তু এদিন সীমান্তরক্ষা বাহিনীর অতিথিশালাতেই বসে রইলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল।

রাজ্যের তরফে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসল না কেউ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। কিন্তু সেই প্রতিনিধি দলকে আসল কি উদ্দেশ্যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে তা জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই টানাপোড়েনের মাঝে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজারহাট কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল ঘুরে দেখেন এই প্রতিনিধি দল। তাদের সাথে ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা সচিব। এরপর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায় কয়না পরিস্থিতি তাদের দেখান হয়ে গিয়েছে আর একটি অতিরিক্ত তথ্য রাজ্য কেন্দ্রকে দেবে না।

শুক্রবার সকাল থেকেই বালিগঞ্জের গুরুসদয় রোডে বিএসএফের অতিথিশালায় তৈরি হয়েই বসে ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বাইরে মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ পাইলট কার। কিন্তু অপেক্ষা করাই সার হল। বেলা একটা পর্যন্ত রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি সেখানে যাননি। তবে ওই অতিথিশালার বাইরে এদিন সকাল থেকেই রয়েছে বালিগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিছুটা দূরে কলকাতা পুলিশের একটি পাইলট কারও দাঁড়িয়ে ছিল। এদিন ফের একবার কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আঁচ পাওয়া গেল এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

কেন্দ্রীয় কর্মীদের ডিএ নিয়ে রাজ্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা ডিএ ফ্রিজ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষনার প্রতিবাদ করল ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশনার্স অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম।

সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সমীর রঞ্জন মজুমদার হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, "পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কর্মচারী/পেনশনারদের অবশ্য কোনওকালেই প্রাপ্য দিন থেকে ডিএ দেওয়ার বালাই ছিল না। আর এখন তো দীঘ"দিন ফ্রিজ করেই রাখা হয়েছে। সরকারি গাফিলতির কারনে দীঘ" টালবাহানার পরেও কর্মীদের পে কমিশনের সুবিধা আক্ষরিক অথে"এখন পয"ন্ত কার্যকর হয়নি। এই প্রথম কোনও বকেয়া ছাড়া রাজ্য কর্মীদের বেতন সংশোধন হল।

এই মুহুতে" কেন্দ্র ও রাজ্যকর্মচারী কর্মী /পেনশনারদের মধ্যে ডিএ র ফারাক ১৭ু। ১ জানুয়ারি ২০২০থেকে আরও ৪ু বকেয়া হয়ে আছে। এমত পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের করোনার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষে আছড়ে পরেছে। বহু চর্চিত বহু নিন্দিত সরকারি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, বিভিন্ন দফতরের সরকারি প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।ব্যাঙ্ক পোষ্ট অফিসের জমা প্রকল্পের উপর সুদ তলানিতে ফলে সিনিয়র সিটিজেন্স সহ সাধারণ মানুষের জীবন এদিন দুর্বিসহ।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে সরকারি কর্মচারিরা অতীতের খরা বন্যা যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন মানুষের পাশে থেকে জনগনের সেবা করেন এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হচ্ছে না। ইতোমধ্যেই বহু চিকিৎস, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মীসহ সাধারণ কর্মচারি সংক্রামিত হয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধিন আছেন। তথাপি সহযোদ্ধারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকের আবার সপরিবারে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন। এই দুঃসময়ে সরকারি কর্মচারীদের বাড়তি উৎসাহ ভাতা তো দুরআস্ত চলতি বেতন ভাতা এই সময়ে সরাসরি কেটে নেওয়া আমরা সঠিক বলে মনে করছি না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন এখন পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের কোন শিল্পপতি বা ধনী ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত সম্পদে কিন্তু হস্তক্ষেপ করা হয়নি।তাঁরা সামান্য কিছু অর্থ দান করে মহৎ হয়ে গেছেন। চিরাচরিত নিয়মে বাধা বেতনের সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা কাটা হলে শুধুমাত্র তাঁদের আর্থিক ক্ষতিসাধন হবে তাই নয় মানসিক দৃঢ়তাও চিড় ধরতে পারে কারন মনে রাখতে হবে ভারতবষে"র কোন সরকারই কিন্তু তাঁর কর্মচারীকে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন দেয় না।"

দূরত্ব বজায় রাখতে শহরের বাজারগুলোতে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহরতলী। যার জেরে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মাঝেও সকাল হতে না হতেই বাজারে হাজির হচ্ছে শহরবাসী। কিন্তু করোনা কে হারাতে গেলে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। আর তাই শহরের বাজার গুলোতে দূরত্ব বজায় রাখতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে কোরোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, চিকিৎসকদের তরফে বারবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে করোনা সংক্রমণ এড়াতে দূরত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু বাজার করতে গেলে অনেক সময় শহরবাসীর সে কথা মাথা থাকছে না। দর কষাকষি করতে গিয়ে একে অপরের কাছাকাছি চলে আসে। তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে বাজারগুলোতে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের।প্রতিটি বাজারে কলকাতা পুলিশের তরফে কেটে দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা বলয়। ক্রেতারা বাজারে এসে ওই বল এর উপর দাঁড়িয়ে বাজার করছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখছে কলকাতা পুলিশ। পাশাপাশি বেশকিছু বাজার ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে বড় জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেই সমস্ত বাজার উপরে কড়া নজরদারি পুলিশের। মানিকতলা বাগমারি বাজার , থেকে নারকেলডাঙ্গা, এন্টালী সব বাজারগুলোতেই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

করোনায় আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী, হোম কোয়ারেন্টাইনে পরিবারের ১৫ জন সদস্য

মুম্বাই, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : মহারাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন এনসিপির বিধায়ক জিতেন্দ্র আওয়াদ। তাঁকে পরীক্ষা করা হয় এবং তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই মন্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অন্যদিকে, তাঁর পরিবারের ১৫ জন সদস্য রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টাইনে।

সম্প্রতি তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষীর শরীরে পাওয়া গিয়েছিল করোনা। সেই সময় মন্ত্রীকে করোনা পরীক্ষা করা হলে তা নেগেটিভ আসে। তবে সেই সময় জিতেন্দ্র আওয়াদ এবং তাঁর পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছিল। সেই নিয়ম মেনেই ১৫ দিন বাদে কাজে নেমেছিল

ছয়ের পাতায়

রাজস্থানে করোনা-আক্রান্ত আরও ৪৪ জন, সংক্রমিত বেড়ে ২০০৮

জয়পুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৪ জন। নতুন করে ৪৪ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০০৮। শুক্রবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার রাজস্থানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ জন।

আক্রান্ত ৪৪ জনের মধ্যে জয়পুরে ২১ জন আক্রান্ত হয়েছেন, কোটায় ১৮ জন, ঝালাওয়ারে ৪ জন এবং ভরতপুরে একজন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২০০৮-এ পৌঁছেছে। এদিনই রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৭৩ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এবার সিনেমা হলের কর্মীদের পাশে অক্ষয়

চলচ্চিত্রের দৈনিক মজুরিভুক্ত কর্মীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলিউডের তারকা অভিনয়শিল্পীরা। কেবল সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে জড়িতদের কথা ভাবলেই তো চলে না, ভাবতে হবে সিনেমা প্রদর্শনের সঙ্গে জড়িতদের কথাও। করোনায় সিনেমা হলগুলো বন্ধ। হল থেকে আয় বন্ধ থাকায় কর্মীদের বেতন দিতে পারছেন না হল মালিকেরা। তাদের জন্যও এগিয়ে এলেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার।সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক মাল্টিপ্লেক্স মালিককে ফোন করেন অক্ষয়। অনুরোধ করেন, হল থেকে আয় বন্ধ বলে কোনো কর্মীকে যেন ছাটাই করা না হয়। তিনি জানিয়েছেন, হলের কর্মীদের বেতন দিতে অসুবিধা হলে অক্ষয় ব্যবস্থা করবেন।

গত এক মাস সিনেমা হল বন্ধ থাকায় মুম্বাইয়ের গেটি গ্যালাক্সির মালিক মনোজ দেশাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই অক্ষয় কুমার ফোন করে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেন তাঁকে। তবে মনোজ অক্ষয়কে ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছেন, আপাতত তাঁর কোনো সাহায্য দরকার নেই। যদি প্রয়োজন হয়, তিনি জানাবেন।

গেটি গ্যালাক্সি মুম্বাইয়ের সবচেয়ে পুরোনো ও জনপ্রিয় মাল্টিপ্লেক্স। সিনেমা মুক্তি পেলে দর্শক প্রতিক্রিয়া জানতে শাহরুখ খান ও রণবীর কাপুরের মতো তারকারা এই মল্টিপ্লেক্সেই আসেন। ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্বয়ং মনোজ। তিনি এও জানান, আপাতত তিনি কোনো কর্মীকে ছাটাই করছেন না এমনকি বেতনও বকেয়া করছেন না।

ভারতে করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার। বলিউডের স্বল্প আয়ের মানুষদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন তিনি। এ পর্যন্ত প্রায় ২৮ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন এই অভিনেতা। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তিনি দিয়েছেন ২৫ কোটি টাকা। মুম্বাইয়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তিনি দিয়েছেন তিন কোটি টাকা।

লকডাউনে রান্না শিখে ফেললেন বিদ্যা

রান্না করতে মোটেও পছন্দ করেন না বড় পর্দার সিল্ক স্মিতা ওরফে বিদ্যা বালান। রান্নাঘরের চৌহদ্দিতে পা রাখতেও প্রবল অনীহা তাঁর। বিয়ের আট বছর এভাবেই কেটেছে বিদ্যাররান্নাঘরের চৌকাঠ না মাড়িয়েই। তবে ৪১ বছর বয়সে এসে করোনার কারণে রান্না করা শিখলেন বিদ্যা। আর শুরুতেই বাজিমাত করলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে রান্নার প্রসঙ্গ উঠলে প্রথম আলোর প্রতিনিধিকে বিদ্যা বলেছিলেন, 'আমি খেতে খুব ভালোবাসি। তবে রান্নাবান্না একদম পছন্দ করি না। রান্নার মধ্যে আমি কেবল পানি গরম করতে পারি (সশব্দে হেসে)।' তবে এবার করোনার দিনে লকডাউনে রান্না শিখে ফেললেন এই বলিউড অভিনেত্রী। আর রাঁধুনির ভূমিকা দারুণ উপভোগ করছেন বিদ্যা।

করোনার সংক্রমণ রুখতে সারা দেশে লকডাউন পালন করা হচ্ছে। তাই গৃহবন্দী বিটাউন তারকাদের অনেকেই রাঁধুনি হিসেবে নিজেদের হাত পাকাচ্ছেন। বরুণ, ভিকি, ক্যাটরিনা, কৃতি, সোনম, দীপিকাসহ আরও অনেক অভিনেতা রান্নাঘরে টুংটাং করে এটা—ওটা বানাচ্ছেন। এবার এই জোয়ারে হাতাখুন্তি নিয়ে বিদ্যাও লেগে পড়লেন হেঁশেলে। আর শুরুতেই তিনি বানালেন এক কঠিন রেসিপি। ইনস্টাগ্রামে সেই ভিডিও পোস্ট করেছেন এই বলিউড নায়িকা। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যা মিষ্টি বানাচ্ছেন।

আর বিদ্যা যে রান্নাবান্না বেশ উপভোগ করছেন, তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অভিব্যক্তিতে। বিদ্যা নিজেও মোদক খেতে ভালোবাসেন। আর এই ভিডিওতে তিনি জানালেন, 'আমি রান্না করতে একদমই পছন্দ করি না। তবে এখন চেষ্টা করছি নানান পদ রান্না করতে। আর আমি দারুণ উপভোগ করছি। আমি এখন আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার মোদক (মিষ্টি) বানাচ্ছি। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বানাতাম।' তিনি আরও বলেন, 'রান্না করাকে আমি সব সময় একজন ঘরোয়া হওয়ার প্রতীকী হিসেবে দেখেছি। আর আমি কখনো ঘরোয়া হতে চাইনি। কিন্তু লকডাউনের সময় রান্নাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম।'বিদ্যাকে আবারও পর্দায় দেখা যাবে গণিতবিদ শকুন্তলা দেবীর জীবনচিত্রে। বিদ্যার বিপরীতে এই ছবিতে দেখা যাবে যীশু সেনগুপ্তকে।

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত সানিয়ার মা

পড় পড় পড়! লকডাউনে ঘরবন্দী বলিউড অভিনেত্রী সানিয়া মালহোত্রা। আর তাঁর কানের কাছে এই শব্দটি বারবার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন তাঁর মা। কী এমন হলো এই দঙ্গলকন্যার যে এখনো মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে? তাঁর মায়ের কথা, মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত তিনি। অভিনয় করে কী হবে? তাই লকডাউনে অনলাইনে পড়ার ওপর জোর দিতে বললেন সানিয়ার মা।

চলচ্চিত্রে হাতেখড়ি হলো আমির খানের হাত ধরে। আমিরের সঙ্গে কি এমনিতেই সুযোগ পাওয়া যায়! তাই এর আগে কী না করেছেন! নাচ শিখেছেন, শিখেছেন ব্যালেও। ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সে এসে ঝলক দেখিয়েছেন। মুম্বাইয়ে এসে কাজ করেছেন ক্যামেরা সহকারী হিসেবেও। তারপর একেবারে দঙ্গলকন্যারূপে বড় পর্দায় অভিষেক। এর পরের যাত্রাটা দেখুন। পরেই বিশ্বাল ভরদ্বাজের মতো পরিচালকের ছবিতে কাজ। তারপর নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও আয়ুষ্মান খুরানার মতো অভিনেতার সঙ্গে অভিনয়।

হাত আছে আরও গুটিকয় ছবি। মনে করা হচ্ছে তরুণ উঠতি অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে অনেক এগিয়ে সানিয়া। আর তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিনা আঁতকে উঠছেন তাঁর মা! লকডাউনে করতে বলছেন পড়ালেখা! আসলে অভিনয় পেশাটাতেই একটু অখুশি সানিয়ার মা।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন। অভিনয়ে নামার সময় থেকেই তাই সানিয়ার মা বেশ চিন্তিত মেয়েকে নিয়ে।

যদিও সানিয়া রুপালি পর্দায় আসায় বাবা বেজায় উচ্ছ্বসিত। কিন্তু মায়ের কপাল থেকে মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা যেন মোছাই যাচ্ছে না।

সানিয়া স্নাতক শেষ করার পর পড়ালেখার ইস্তফা দেন। তাঁর মতে, এবার কাজে মনোযোগ দেওয়া যাক। কিন্তু মায়ের এখনো ভাষ্য, আগে মাস্টার্সটা শেষ হোক। পরে সব হবে।

এবার করোনায় মারা গেলেন কমেডিয়ান লার্জ

ব্রিটিশ কমেডিয়ান ইডি লার্জ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭৮ বছর বয়সে মারা গেলেন। বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আগে থেকেই হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর এজেন্ট ও ছেলে রায়ান জানিয়েছেন, হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইডি লার্জের আসল নাম এডওয়ার্ড ম্যাকগিনিস। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিবিসি ওয়ানের জনপ্রিয় মুখ। কমেডি সঙ্গী সিদ লিটলের সঙ্গে তাঁর 'লিটল অ্যান্ড লার্জ' শো দারুণ জনপ্রিয়তা কুড়ায়। প্রায় দেড় কোটি দর্শকের হৃদয় জয় করে ওই অনুষ্ঠান। তাঁর মৃত্যুতে মাইকেল বেরিমোর, টমি

ক্যানোনসহ অসংখ্য তারকা ও ভক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন।

শোয়ের সঙ্গী লিটল লেখেন, 'তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাতে কী। তাঁর চলে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা ৬০ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছি। আমি আজ আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে হারালাম।'

লার্জের পরিবার থেকে তাঁর মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা লার্জকে অনেক অনেক মিস করব। হাসপাতালে প্রতিদিনই ওর সঙ্গে আমাদের, ওর বন্ধুবান্ধবের আলাপ হতো। একজীবনে তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন। কোটি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। তিনি মানুষকে হাসাতে খুব ভালোবাসতেন। শান্তি বর্ষিত হোক।' অভিনেত্রী কেট রবিনস লেখেন, 'শান্তিস্তে থাকুন প্রিয় মানুষ, জয়ী মানুষ।' ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব তাঁর মৃত্যুতে ট্রিবিউট জানিয়ে লেখে, 'আমরা শোকাহত। ইডির পরিবার ও বন্ধুদের এই দুঃসময়ে তাঁদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।' আরেক কমেডিয়ান জেসন ম্যানফোর্ড লেখেন, 'একজন ভালো, মজার আর গুণী মানুষ পৃথিবীকে বিদায় বলল।'

বৈশাখ কেন আজ বর্ষার সাজে

কালবৈশাখী প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে চলে যায়। লন্ডভন্ড যা করার ওই অল্প সময়েই করে। বৈশাখে বৃষ্টিও একটানা হয় না। আজ শুক্রবার কালবৈশাখী অল্প সময় ধরে বয়ে গেলেও ভারী বৃষ্টির যেন বিরাম নেই। বৃষ্টির রূপ আর আচরণ অনেকটাই বর্ষাকালের মতো। কিন্তু কেন বর্ষার মেজাজে বৃষ্টি ঝরছে বৈশাখ মাসে? কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা থেকে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। দেশের সর্ব উত্তর ও

সব দক্ষিণের এই দুই এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে মোংলায় সবচেয়ে বেশি ৮৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আর রাজারহাটে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৭০ মিলিমিটার। শুধু এই দুটি অঞ্চলই নয়, গতকাল থেকে সারা দেশে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখী। যার রেশ আজ শুক্রবারও রয়েছে। এ রকম ঝড়-বৃষ্টি আরও কয়েকদিন থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আব্দুল মান্নান প্রথম আলোকে বলেন, চলতি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চলে বেশ গরম পড়েছিল। সেখানে তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কাছাকাছি ছিল। এ সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাতাসে বা বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে প্রচুর জলীয় বাষ্পের জোগান আসছে সাগর থেকে। অন্যদিকে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে তাপীয় লঘুচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্প তাপীয় লঘুচাপের কারণে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেখান থেকে মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। এই মেঘ যখন দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে আকারে বড় হয়ে এগিয়ে যায়, সে সময় বাতাস বয়ে যায়। সঙ্গে বৃষ্টিও হয়। আবহাওয়ার রূপ এখন তেমনই রয়েছে।আব্দুল মান্নান বলেন, আজ সারা দেশেই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থা কাল শনিবারও থাকতে পারে। আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ১৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় ঝড়ো হাওয়াসহ বিজলি চমকাযতে পারে। সঙ্গে বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির কারণে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এই অবস্থা আগামী তিন দিন থাকতে পারে।

ক্লুনি দম্পতি দিলেন ৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা

দুবার অস্কারজয়ী অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ও নির্মাতা জর্জ ক্লুনি। তাঁর স্ত্রী আইনজীবী আমাল ক্লুনি। এবার এই দম্পতি এগিয়ে এলেন করোনা রোধে। লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রতিবেদন অনুসারে, ছয়টি আন্তর্জাতিক তহবিলে তাঁরা ৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা সহায়তা দিয়েছেন।৪২ বছর বয়সী আমালের জাতীয়তা ব্রিটিশ ও লেবানিজ। তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে লেবানিজ ফুড ব্যাংক ও যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে অর্থ দিয়েছেন। ইতালির লোম্বার্ডোতে তাঁদের বাড়ি আছে। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁরা সেখানে থাকেন। তাই লোম্বার্ডো ইতালি এলাকায়ও একটা বড় অঙ্কের সহায়তা দিয়েছেন তাঁরা। এই তহবিলের অর্থ স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক ও রোগীদের জন্য খরচ করা হবে। অন্যদিকে 'আগর্নে', 'আউট অব সাইট', 'সিরিয়ানা', 'মিশেল ক্লেটন'—খ্যাত ৫৮ বছর বয়সী হলিউড তারকা জর্জ ক্লুনি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়রের তহবিলও ভারী করেছেন।

নিচে তহবিলের নাম ও টাকার হিসেবে অর্থের পরিমাণ দেওয়া হলো:

১. মোশন পিকচার অ্যান্ড টেলিভিশন হোম ফান্ডে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

২. এসএজি-আফট্রা (এএফটিআরএ) ফাউন্ডেশনে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

৩. লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়রের তহবিলে ২ কোটি ১১ লাখ টাকা

৪. লেবানিজ ফুড ব্যাংকে ৮৫ লাখ টাকা

৫. লোম্বার্ডো ইতালি এলাকায় ৮৫ লাখ টাকা

৬. যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে ৮৫ লাখ টাকা

মোশন পিকচার অ্যান্ড টেলিভিশন ফান্ড অস্থায়ীভাবে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। এসএজি-আফট্রা ফাউন্ডেশন নিজেদের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, খাবার, আশ্রয় ও চিকিৎসার জন্য এই অর্থ খরচ করবে। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়রের তহবিল থেকে শিশু ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খাবার, ওষুধ, গৃহহীনদের আশ্রয়, প্রবীণদের খাবার ও স্থানীয় লোকজনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। লেবানিজ ফুড ব্যাংক অক্ষম, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, রোগী, একা মা ও এতিমদের খাবার সরবরাহ করছে। লোম্বার্ডো ইতালি এলাকা লোম্বার্ডোতে বিভিন্ন হাসপাতালে সরাসরি সহায়তা দেয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস করোনা রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দেখভাল করছে। ২০১৪ সালে ইতালির ভেনিসে বিয়ে করেন জর্জ ক্লুনি ও আমাল ক্লুনি। তাঁদের সংসারে আছে যমজ দুই সন্তানআলেকজান্ডার ও এলা। এই দম্পতি ছাড়াও এর আগে ব্লেক লিভলি ও রায়ান রেনল্ডস দম্পতি ১০ মিনিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছেন বিভিন্ন করোনা তহবিলে। হলিউড তারকাদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগার, উপস্থাপিকা অপরাহ্ উইনফ্রে, মডেল কাইলি জেনার, সংগীতশিল্পী রিয়ানা, জে-জি, শন মেন্ডেস, লেডি গাগারা কোভিড-১৯ ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছেন।

শুক্রবার ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা আবহে হাসপাতালে পরিকাঠামো ধামাচাপা দিতে রাজ্যপালকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর, অভিযোগ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি স):সংবিধানের উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনরখরকে পাঁচ পাতার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর শুক্রবার ভিডিও বার্তায় "করোনা আবহে হাসপাতালে পরিকাঠামো ধামাচাপা দিতে রাজ্যপালকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর" এমনটাই অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।

এইপ্রসঙ্গে রাহুলবাবু আরও বলেন, "যখন প্রবল করোনা সংকট চলছে, সেই সংকটের মধ্যে হঠাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কেন মাননীয় রাজ্যপালকে পত্রাঘাত করতে গেলেন ! পাঁচ পাতার চিঠি লিখে। আসলে বিষয়টা সবাই জানেন। গতকাল রাজ্য সরকার হাসপাতালে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মোবাইল নিষিদ্ধ করেছে। হাসপাতলে ডেড বডি গোপন করা নিয়ে, ডেড বডি যত্রতত্র পুড়িয়ে দেওয়া, কবর দেওয়া নিয়ে সঙ্কট তৈরি হয়েছে।

রাজ্য সরকারের রেশনের জন্য হাহাকার চলছে। সর্বোচ্চ লকডাউন পালিত হচ্ছে না। করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মানতে পারছে না রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র নামেই কোয়ারেন্টাইন রয়েছে আসলে সেখানে কোনো ব্যবস্থাই নেই।আইসোলেশন ওয়ার্ড মানে সেখানে জঞ্জালের স্তুপ। এত বিতর্ক সবকিছু থেকে নজর ঘোরাতেই রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে পত্র বোমা ছুড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বেকায়দায় পরে সরকার যখন সমালোচিত হয় সরকার সেই সময় নজর অন্যদিকে ঘোরাতে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছেন। আমরা চালাকি ধরতে পেরেছি। রাজ্যপালের চিঠির উত্তর রাজ্যপালই দেবেন। এই সংকটের মধ্যে পত্রাঘাত করে তা চাপা দেওয়া যাবে না"।

পানীয় জল পৌঁছে দিয়ে নজির গড়ল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৪এপ্রিল (হি. স.): লক ডাউনের মধ্যে বারবার মানবিক মুখ ধরা পড়ছে কলকাতা পুলিশের। ঘরবন্দী হওয়ার জেরে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মিললেও তা মিলছে খুব সামান্য হারেই। শহরে অনেকেই পানীয় জল কিনে খান। তেমনই একটি পরিবার যোধপুর পার্কের সার্বণ সিনহার। পানীয় জল না পেয়ে টুইট করেছিলেন তিনি। সেই তুই চোখে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে ৪০ লিটার পানীয় জলের জার পৌঁছে দিল লেক থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার।

ঘর বন্দী অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়া গেলেও তাইতো খুব সামান্য হারেই পাওয়া যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। কোথায় আবার পাওয়াই যাচ্ছেনা পরিষেবা। এর মধ্যেই খিদে বা তৃষ্ণা কোনটাই থেমে নেই। পানীয় জল শেষ হয়ে যাওয়ায় উপযুক্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। এই মর্মে একটি টুইট সাহায্য চান যোধপুর পার্কের বাসিন্দা সার্বণ সিনহা। টুইটি চোখে পড়তেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেয় কলকাতা পুলিশ। ওই এলাকার যে থানার অধীনে সেলেক্ট থানার কর্তব্যরত শুভেন্দু মোদক কে ফোন করে বিষয়টি জানায় কলকাতা পুলিশ। এর পরেই ওই কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের তত্ত্বাবধানে ৪০ লিটার জলের জার পৌঁছে যায় সার্বণ বাবুর বাড়িতে।

বাড়িতে পানীয় জল পুলিশ পৌঁছে দেওয়ার পর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আর একটি টুইট করে ওই ব্যক্তি ধন্যবাদ জানান কলকাতা পুলিশকে। সাম্প্রতিককালে প্রসুতিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হোক বা পড়ুয়ার ল্যাপটপ সারিয়ে দেওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে খুঁজে দেওয়া একের পর এক মানবিক নজির তৈরি করছে কলকাতা পুলিশের কর্তব্যরত অফিসাররা।

আসল ঘটনা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে পত্র যুদ্ধ করছে রাজ্য কেন্দ্র, মন্তব্য সুজনের

কলকাতা, ২৪এপ্রিল (হি. স.): গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর ৫ পাতা চিঠির পর শুক্রবার ১৪ পাতার চিঠি দিয়ে ফের পত্রাঘাত করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তবে রাজ্য ও কেন্দ্রের চিঠি চালাচালির বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক বলেই মন্তব্য করলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর মতে, 'মানুষের কষ্ট কে ব্যবহার করে রাজনীতির দ্বৈরথে নেমে যাবেন এটা অনভিপ্রেত। এনার দুপাতা চিঠিতে ওনার পাঁচ পাতা চিঠি আবার ওনার পাঁচ পাতা চিঠিতে এনার ১৪পাতা চিঠি। এরা চাইছে আসল ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে।'

এদিন সুজনবাবু অভিযোগের সুরে জানান, 'লকডাউন টা যখন করা হল মানুষকে ৪ঘন্টাও সময় দেওয়া হলো না কিন্তু এদিকে বিদেশ থেকে বিশেষ প্লেন আসছে। ভিন রাজ্যে যে সমস্ত রাজ্যের মানুষ আটকে পড়েছেন তাদের কথা রাজ্য সরকার ভাবছে না। যারা

ছয়ের পাতায়

করোনা টেস্টের জন্য ওয়াক-ইন কিওস্ক তৈরি করল কটকের আইটিআই

ভুবনেশ্বর, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : কটকের সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আইটিআই) তৈরি করল একটি ওয়াক-ইন কিওস্ক। এই ওয়াক-ইন কিওস্ক চলমান। কাচের দেওয়ালের কিউবিকলটি চাকা লাগনো থাকবে সামনে দুটি গ্লভস সংযোগ করা রয়েছে। এর মধ্যে থেকে একজন চিকিৎসক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে না ছুঁয়েও তাঁর পরীক্ষা করতে পারবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার এইপ্রকার পদক্ষেপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্যোগ নিয়েছে কটকের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যা খুব সহজেই কোরোনার উপসর্গসহ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে বা তাঁর সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে। এর ফলে বেশিপরিমাণে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।কারিগরি বিদ্যার এবং প্রশিক্ষণের ডিরেক্টরের নেতৃত্বে এই কিওস্কগুলি তৈরি হয়েছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা দলের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ::::::: ছিল। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস ছিল তাঁরা ২০ টি কিওস্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ এমডি/এমএস- এ সার্ভিস কোটা নিয়ে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : এমডি/এমএস- এ সার্ভিস কোটা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ মিলল। করোনা অতিমারির মোকাবিলায় চিকিৎসকরা যখন নাজেহাল তখনই হাইকোর্টের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলল সরকারি চিকিৎসকদের। শুক্রবার এই কথা জানালেন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের (এসডিএফ) সম্পাদক ডঃ সজল বিশ্বাস।

সজলবাবু লিখেছেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে সরকারি ডাক্তাররা করোনা মহামারির জন্য লড়াই করছে তখন তাদের জন্য সুখবর নিয়ে এল কলকাতা হাইকোর্টের একটি স্থগিতাদেশ (ন্দ্রদ্ম ৫৩৬৫(ন্দ্র) দ্র ২০২০/ঋ.ঙঞ্ছ-৩০৪১ দ্র ২০২০.)।

বিগত বছর গুলোতে সরকারি ডাক্তাররা এমডি/এমএস- এ সার্ভিস কোটা পেতেন। সেটা এই বছর থেকে সরকারি সিদ্ধান্তে তা বন্ধ করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে এসডিএফ এর নেতৃত্বে অনলাইনে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষে বৃহস্পতিবার প্রতীক ধর প্রায় তিন ঘন্টা স্কাইপে বক্তব্য জানিয়েছেন।

সরকার এবছর যে সার্ভিস কোটা বাতিল করে ইনসেনটিভ দেওয়ার নিয়ম চালু করতে চেয়েছিল, মহামান্য হাইকোর্ট তার উপর স্থগতাদেশ দেওয়ায়,আগের বছর গুলোর মতোই এই বছর ও সরকারি ডাক্তাররা সার্ভিস কোটা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারার সম্ভাবনা প্রকট হয়েছে। ভারতের মতো দেশে যেখানে রোগী এবং ডাক্তার সংখ্যার অনুপাত খুবই কম সেখানে এই রায় খুবই জনমুখী বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমান মহামারির পরিস্থিতি সরকারি হাসপাতালগুলো,স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রায় পুরো চাপটা নিচ্ছে। সেখানে এই রায় সময়োপযোগী।

দুর্গাপুরে কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু, মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনে আটকে পড়া ভিন রাজ্যের এক শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। কর্তৃপক্ষের গাফিলাতি ও ক্ষতিপুরণের দাবীতে মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। শুক্রবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কমলপুর এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছাল পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সঞ্জয় সিং (৪৬), বাড়ি বিহারের সিওয়ান জেলায়। কমলপুরে ওই বেসরকারী কারখানায় অস্থায়ী ক্রেন অপারেটার ছিলেন। ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুরের কমলপুরে বেসরকারি ওই মিশ্র ইস্পাত কারখানায় প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তাঁর মধ্যে প্রায় ৭০ জন শ্রমিক বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। করোনা সংক্রামক রুখতে দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। তার জেরে কারখানা"র উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি ওই ভিন রাজ্যের শ্রমিকরাও লকডাউনে বাড়ি ফিরতে না পারায় কারখানায় থেকে যায়। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বকেয়া বেতন না দেওয়ারও অভিযোগ তোলে শ্রমিকরা। ক্ষুব্ধ হয়ে গত বুধবার ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা খাদ্য সামগ্রী ও বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় কারখানা চত্বরে। যদিও ওইদিন খবর পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এবং শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে। মৃতের সহকর্মী সুনীল সিং, মনোজ প্রজাপতি ও বিধান ঘোষ অভিযোগে জানান, 'বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ সঞ্জয়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বমি করতে থাকে। সহকর্মীরা কারখানা কর্তৃপক্ষ"কে খবর দেয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কোনও চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্সের সুব্যবস্থা না নেওয়ায় সঞ্জয়বাবুর একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়।' ঘটনার প্রতিবাদে মৃতদেহ আটকে কারখানা গেটে বিক্ষোভ শুরু করে শ্রমিকরা। মৃতের ক্ষতিপূরণের দাবি করেন তাঁরা। এবং মৃত্যুর জন্য কারখানার গাফিলতি"কে দায়ী করেন বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিক্ষোভরত শ্রমিকরা জানান, 'লকডাউন চলাকালীন আটকে পড়ায় আমরা পরিবারের লোকজন"কে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় রয়েছি। কর্তৃপক্ষ বকেয়া বেতনও দিচ্ছেন না। একাধিক কারণে মানসিক ভাবে কারখানায় আটকে পড়া শ্রমিকরা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে। কর্তৃপক্ষের গাফিলাতিতে আজ আমরা চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। সিটু শ্রমিক নেতা পঙ্কজ রায় সরকার জানান,' এই সমস্ত শ্রমিকরা গভীর সঙ্কটে রয়েছে। এভাবে চললে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে শ্রমিকরা। আমরা আগেই দাবী জানিয়েছি, কেন্দ্র সরকার এই সমস্ত শ্রমিকদের মাসে ৩৫ কেজি খাদ্য সামগ্রী ও এককালীন সাড়ে ৭ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য।

স্থানীয় কাউন্সিলার শিপ্রা সরকার জানান,' ঘটনাটি প্রশাসনকে ও দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এবং শ্রম দফতর বিষয়টি যাতে হস্তক্ষেপ করে, সেটাও বলেছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আশুতোষ সিনহা বলেন, 'শ্রমিকদের খাবারের কোনও অসুবিধা হয়নি। তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রীর জোগান আমরা দিয়েছি। কি কারণে মৃত্যু ময়নাতদন্তের পরেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।' ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে বলে রিপোর্টে জানা গেছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে লকডাউন অমান্য করছেন মুখ্যমন্ত্রী : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি স) :করোনা সচেতনতায় বেশ কিছুদিন ধরেই পথে নেমে বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আর এবার মুখ্যমন্ত্রীর পথে নামা নিয়ে কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।"রাস্তায় বেরিয়ে লকডাউন অমান্য করছেন মুখ্যমন্ত্রী" শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু আরও বলেন, " রাস্তায় বেরোতে ওনাকে না বলা হয়েছে।উনি নিজেও বলেছেন। কিন্তু তবুও যেটা করার দরকার নেই সেটা উনি করছেন। ডাক্তার, নার্সরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হাসপাতাল বন্ধ করতে হচ্ছে।কেন! এই সিস্টেম ঠিক করার জন্য উনি কি করেছেন !ওনার তো সবকিছু অফিসে বসে করা উচিত। অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের তো রাস্তায় বেরোতে হয় না। নিজামুদ্দিন ফেরতদের ফোন করে টেস্ট করা হচ্ছে না কেন? লকডাউন অমান্যকারীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাইছেন।এটাই হচ্ছে পার্থক্য।মাইকে ঘোষনা করে দিলেই মানুষ বেরোবে না। এরকম নয়। অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে।উনি নিজেই লকডাউন ভেঙেছেন। চাল ডাল বিতরণ করেছেন। এখন বলে কি হবে। এখন কয়েক হাজার লোক সংক্রমিত হয়ে গেছেন। আমার যা মনে হয় এই মাসের শেষ হতে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে"।

বাংলাদেশে ২৪ ঘন্টায় করোনায় সর্বোচ্চ আক্রান্ত ৫০৩, মারা গেছেন ৪ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৫০৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এটি একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ৪ হাজার ৬৮৯ জন।গত ২৪ ঘন্টায় ৪ জন করোনামুক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১১২ জন।

গতকালের চেয়ে শুক্রবার আক্রান্ত বেড়েছে ৮৯ জন। গত শুক্রবার আক্রান্ত হয়েছিল ৪১৪ জন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ৪ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩১ জনে।শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের ২১টি পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ হাজার ৬৮৬টি। গতকালের চেয়ে নমুনা পরীক্ষার হার ৭.৯ শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৯ হাজার ৭৭৬টি।মারা যাওয়া ৪ জনই পুরুষ এবং সবাই ঢাকার বাসিন্দা। এদের সবারই বয়স ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয় আসন্ন রমজানে মসজিদে এশার ও তারাবির নামাজ আদায়ে যে নির্দেশনা (দুই হাফেজসহ ১২ মুসল্লি নিয়ে জামাত) দিয়েছে সেটা মেনে চলার আহ্বান জানান ডা. নাসিমা সুলতানা।ইফতার মাহফিল বা এ ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন থেকেও বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, নিজে সুস্থ থাকা এবং পরিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখতে এ নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে আছেন ১২৩ জন। মোট আইসোলেশনে আছেন ৯৯৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২৮ জন। আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন মোট ৬২২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টাইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এসেছেন ৩ হাজার ৬৯৬ জন। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে ১ লাখ ৫১ হাজার ৮৪৬ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৫ জন। এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৮৯ হাজার ১১২ জন। হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলিয়ে বর্তমানে আছেন ৮২ হাজার ৭৩৫ জন। সারাদেশের ৬৪ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য রয়েছে ৬০১টি প্রতিষ্ঠান। যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে ৩০ হাজার ৬৩৫ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা যায়।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সংগ্রহ হয়েছে ৯ হাজার। বিতরণ হয়েছে ২৩ হাজার ২১৫টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ১৫ লাখ ১৬ হাজার ১৯০টি। মোট বিতরণ করা হয়েছে ১২ লাখ ৪২ হাজার ৮টি এবং মজুদ আছে ২ লাখ ৭৪ হাজার ১০২টি।তিনি জানান, স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইন নম্বরে এ পর্যন্ত ৪১ লাখ ৫৮ হাজার ৯২ জন ফোন করে পরামর্শ ও স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় সেবা নিয়েছেন ৮৪ হাজার ৫৯০ জন।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৩৬৩ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গত ২৪ ঘন্টায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২৪ জন। এদের মধ্যে ৩ হাজার ৯৯৯ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় ৩৬ হাজার ৫১৪ জনকে এবং এ পর্যন্ত ১৪ লাখ ১৫ হাজার ২৭৩ জনকে মোবাইল ফোন ও ওয়েবসাইটে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, স্থল, নৌ ও সমুদ্রবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১৬৬ জন সহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬৬৭ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা করুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জীবনের সর্বস্তরে পরিমিতিবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা করার আহবান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন,আসুন, পবিত্র রমজানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবতীয় ভোগবিলাস, হিংসা-বিদ্বেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংঘাত পরিহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরস্পরকে সহযোগিতা করি। জীবনের সর্বস্তরে পরিমিতিবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে শুক্রবার দেয়া এক বাণীতে এ আহবান জানান।পবিত্র রমজান উপলক্ষে দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতি তিনি আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, রমজান আত্মসংযম, অনুকম্প ও ক্ষমা লাভের মাস। এ মাসে ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্যলাভের সুযোগ হয়।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে বর্তমানে বিশ্ব বিপর্যস্ত এবং ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে' উল্লেখ করে তিনি এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে সবাইকে এবারের রমজানের তারাবিসহ অন্যান্য সকল নামাজ নিজ নিজ বাসায় বসে আদায়ের আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,রোজা রাখার পাশাপাশি ঘরে অবস্থান করে বেশি বেশি করে কোরআন শরীফ তেলওয়াত করি। যিকির ও নফল এবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই যেন পরম করুনাময় আল্লাহতাআলা আমাদের দেশ ও জাতি তথা বিশ্ববাসীকে এই মহামারী হতে মুক্তি দেন। মহান আল্লাহ আমাদের জাতীয় জীবনে পবিত্র রমজানের শিক্ষা কার্যকর করার তাওফিক দান করুন।

কালোবাজারি অভিযোগে এন্টালী মার্কেটে ইবি-র হানা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি স): করোনা আবহের মাঝে কালোবাজারি। অভিযোগ উঠল খোদ কলকাতাতেই। এবার কালোবাজারির অভিযোগ উঠল রেশনের চাল নিয়ে। খবর পেয়ে এন্টালী মার্কেটে ইবি - র হানা। গ্রেফতার ২।

করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহরতলী । করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মাঝেও খোদ কলকাতাতেই কালোবাজারির অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, এন্টালি মার্কেট ও মুচিপাড়া থানা এলাকায় অভিযান চালায় ইবির আধিকারিকরা। রেশনের চাল বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ ওঠে। অভিযান চালিয়ে দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে কয়েক বস্তা রেশনের চাল।এরপরে ওই দোকানের দুজন বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে ইবি - র আধিকারিকরা।

পশ্চিমবঙ্গের রেশন ব্যবস্থা নিয়ে সরব এবিভিপি

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা নিয়ে ফের সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি)।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সম্পাদক শ্রী সুরঞ্জন সরকার বলেন, 'অভিযোগ যে নিছকই ভিত্তিহীন তা নয়। কারণ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে কোলের শিশু সকলকে লকডাউন উপেক্ষা করে থালা বাটি হাতে রাস্তায় রেশনের দাবীতে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ কোথাও কোথাও পুলিশের সাথে সাধারণ মানুষের খন্ডযুদ্ধ বাধছে। মহামারীর সময়ে এইরকম অপ্রীতিকর ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

"সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এবং ক্ষুধার্তের খাদ্য কেড়ে নিয়ে যারা আজ বাংলায় লুটের রাজনীতি করছে ধিক্কার জানাই শাসকদলের সেইসকল নেতা-নেত্রীদের। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় খাদ্য শস্য এফসিআইএর গুদামে পৌঁছে গিয়েও গণবন্টনের অনিয়মের কারণে এই রাজ্যের গরিব মানুষ তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।ফলে তা গুদামে পচে নষ্ট হচ্ছে। রেশনে যদি দুর্নীতি নাই হতো তাহলে সাধারণ মানুষ আজ এভাবে লকডাউনকে উপেক্ষা করে জনরোষে ফেটে পড়তেন না।'

"তাই বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ সমস্ত রেশন দোকানে সরকারিভাবে খাদ্যসামগ্রী বন্টনের সময়, দামের তালিকা-সহ বিস্তারিত তথ্য সংবলিত বোর্ডে টাঙানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। গরিব মানুষের রেশন নিয়ে সারা রাজ্যজুড়ে যে দুর্নীতি হচ্ছে তা সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে অবিলম্বে বন্ধ করে সমস্যার সমাধান ও পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। এবং সেইসাথে সমাজের প্রকৃত দুস্থ ও গরীব মানুষের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিলি বন্টন করতে হবে।

রামপুরহাট স্টেশনে ভবঘুরের মৃত্যু, আতঙ্ক এলাকায়

রামপুরহাট, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : বীরভূমের রামপুরহাট স্টেশনের ভবঘুরের অস্বাভাবিক মৃত্যু। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তবে রেল পুলিশ মৃত ব্যক্তির কোন খোঁজ খবরও নেয়নি, বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট স্টেশন এলাকায়। স্টেশনের অন্য ভবঘুরেদের দাবি, মৃত ব্যক্তির নাম রতন চট্টোপাধ্যায়। বাড়ি কলকাতার কালীঘাটে। কয়েক বছর আগে তিনি কলকাতা থেকে এসে রামপুরহাট স্টেশনে ডেরা নিয়েছিলেন। দিনের বেলা ভাড়ায় রিক্সা চালাতেন।যেটুকু আয় হত তা দিয়ে দুবেলা হোটেলে খেত। আর রাতে ষ্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে শুয়ে ঘুমাতেন। কিন্তু লকডাউনের পর রেল পুলিশ তাদের স্টেশনের প্লাটফর্ম তো দূরের কথা বাইরের কাউন্টারের কাছেও থাকতে দেয় না কোন ভবঘুরেদের। ফলে খোলা আকাশের নিচে গাছ তলায় ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কোনরকমে অন্য ভবঘুরেদের সঙ্গে কাটছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। তাতেই আর পাঁচজন ভবঘুরের সঙ্গে ভিজেছিলেন মৃত রতনও। শুক্রবার দুপুরে খাবার না খেয়ে স্টেশন চত্বরে একটি দোকানের ছায়ায় বসে থাকতে থাকতেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। রামপুরহাট থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলজে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

লকডাউনের ফলে রামপুরহাটে আটকে পড়ে ভবঘুরেদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন দমদমের তপন ঘোষাল। তিনি বলেন, "রোদ বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। রেল পুলিশ কাউকে স্টেশনের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয় না। মৃত ব্যক্তি রাতে বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছিল। দুপুরে বসে থাকতে থাকতে তিনি মারা যান।' অন্য ভবঘুরে কার্তিক দে বলেন,' কি রোগে তিনি মারা গিয়েছেন বলতে পারব না। তবে রোদ, ঝড়-জলে তিনি যে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তা বলতে পারি"। যদিও এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন রেলের রেল পুলিশ থেকে স্টেশন প্রবন্ধক।

খাদ্যসামগ্রী বিলি করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে বিজেপি নেতা

চালসা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটালি ব্লকে লকডাউনে দুস্থদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করতে গিয়ে এক বিজেপি নেতাকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি আগে থেকে কোনও অনুমতি নেননি।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দুস্থদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করছিলেন মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরার বিজেপি নেতা মজনু হক। সেই সময় মেটেলি থানার পুলিশ এসে তা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা মজনু হক বলেন, 'নিজের উদ্যোগেই এদিন আমি এলাকার দুস্থ পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করছিলাম। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই খাদ্যসামগ্রী বিলি করা হচ্ছিল। সেই সময় পুলিশ এসে তা বন্ধ করে দেয়।' বিজেপি নেতা বলেন, 'সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিলি করার কারণে আগে থেকে প্রশাসনের কাছে অনুমতি নেয়নি।'

কেন্দ্রীয় দলের চিঠি পাওয়ার পরেই রাজ্যের মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্য সচিব

কলকাতা, ২৪এপ্রিল (হি. স.): কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্যে অডিট কমিটি কি অনুযায়ী করো না আক্রান্তের মৃত্যু সংখ্যা নির্ধারণ করছে সে বিষয়ে তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় মুখ্যসচিবকে। এর পরেই মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে নবান্নে ব্যাখ্যা দেন মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা। পাশাপাশি তিনি আরও উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই রাজ্য সরকার ডেথ অডিট কমিটি গঠন করেছে।

মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিয়ে এদিন মুখ্যসচিবের ব্যাখ্যা, গত ৩ এপ্রিল গঠন করা হয়েছে ডেথ অডিট কমিটি। এই কমিটি এখনও পর্যন্ত ৫৭ টি মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। তাতে এই পর্যন্ত ১৮টি মৃত্যু সরাসরি করোনা আক্রান্তের কারণে হয়েছে বলে জানিয়েছে। মুখ্যসচিবের আরও ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বাকি যে ৩৯ টি মৃত্যু হয়েছে তাদের সকলেরই অন্যান্য রোগ ছিল। এবং তাদের সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু ঘটনাচক্রে ওই ৩৯ জন রোগী করোনা আক্রান্ত ছিলেন। তাই তাদের মৃত্যু করোনার কারণে হয়েছে এমনটা বলা যাবেনা।

এদিন কেন্দ্রীয় দলের তরফে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে কিভাবে বা কিসের ভিত্তিতে ওই অডিট কমিটি করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করছেন। সেই প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব আরও জানিয়েছেন, ৩ এপ্রিল ওই কমিটি গঠন করা হলেও তার আগে যাদের মৃত্যু হয়েছে সেসব মৃত্যুর কারণও এই কমিটি খতিয়ে দেখেছে। তারপরেই তালা এই ১৮ জন ব্যক্তি সরাসরি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে রিপোর্ট দিয়েছে। পাশাপাশি বাকি ৩৯জনের মৃত্যুর কারণ পুনরায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্য সচিব।

এদিকে, এদিন কেন্দ্রীয় দলকে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তারা। এই প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব জানান, 'সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে রাজ্যের তরফে। পাড়ার যা দেখতে চান যেখানে যেতে চান যাবেন দেখবেন। আমাদের প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেবেন। ওদের আমাদের থেকে যা পরিষেবা পাওয়ার দরকার সব দেওয়া হচ্ছে। ' একইসঙ্গে মুখ্য সচিব জানান, 'কেন্দ্রীয় দল যে চিঠি পাঠিয়েছে সেই চিঠির উত্তর দেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। তাই সেই চিঠি স্বাস্থ্য সচিবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি প্রশাসনিক কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে উত্তর দেবে নবান্ন।'পাশাপাশি অডিট কমিটির চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় দল। সেই প্রসঙ্গে সম্মতি দিয়ে মুখ্য সচিব জানিয়েছেন, 'দেখা করতে চাইলে দেখা করতেই পারে।'

শেওড়াফুলি পুলিশ ফাঁড়িতে একাধিক দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোয় আটক বিজেপি কর্মীরা

হুগলি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : গরিব মানুষ রেশন পাচ্ছে না কেন, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও এই রকমারি একাধিক দাবি দওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমে হুগলির শেওড়াফুলিতে বিক্ষোভ দেখানোয় আটক বিজেপি কর্মীরা। শুক্রবার সকালে শেওড়াফুলি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে জিটি রোডের ওপর পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা।

পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এই বিক্ষোভের ফলে রিতিমত অসস্তিতে পরে পুলিশ।জি টি রোডের ওপর থেকে দ্রুত বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিতে গেলে পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মীদের সাথে শুরু হয় বচসা।প্রাথমিক ভাবে

বিক্ষোভ সামান দিতে না পারায় কিছুক্ষণ পরে বিশাল পুলিশবাহিনী বিজেপি কর্মীদের আটক করে নিয়ে যায় থানায় । শ্রীরামপুর বিজেপি নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য্য বলেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রেশন দুর্নীতি যে হচ্ছে তা সবাই জানে।করোনা নিয়ে মানুষ সঠিক তথ্য পাচ্ছে না,এইসব দুর্নীতিকে ও সমস্যা ঢাকার জন্য রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছে। মানুষ দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে কুপন পাচ্ছেনা। রাজ্য সরকার বলেছিল যাদের রেশন কার্ড নেই তাদের কুপন দেওয়া হবে কুপন না পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন তারা লাইনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।তাই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির কার্যকর্তা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামে।বিজেপি কর্মীরা সামাজিক দূরত্ব মেনে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। পুলিশ তাদেরকে জোর করে ধাক্কা মেরে এক জায়গায় করে সামাজিক দূরত্ব নষ্ট করে করে তাদের উপর দোষারোপ করে থানায় নিয়ে যায়।আগামি দিনেও আমরা আবার পথে নামবো, এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাইকের উপর বাজার করার স্টিকার লাগালো বীরভূম জেলা পুলিশ

সিউড়ি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউন চলাকালীন অনেক মানুষই বাজারের বাহানায় বাইরে আড্ডাও দিতে যাচ্ছেন। এমনই অভিযোগ উঠছিল একাধিকবার। এবার তাই বাইকের উপর "বাজার করার রোজনামচা" নামে স্টিকার লাগানো হল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। জেলা পুলিশের কর্তাদের দাবি এই স্টিকারের মাধ্যমে মানুষের অহেতুক বাড়ির বাইরে বেরোনো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

শুক্রবার বেলার এগারোটা নাগাদ বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল,সহ জেলা পুলিশের কর্তারা বাস স্ট্যাণ্ড এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়িগুলিকে আটকে বাড়ি থেকে বেরোনোর কারণ জিজ্ঞেসা করেন। এরপর গাড়িগুলিতে স্টিকার লাগিয়ে দেন। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই স্টিকার থাকলে সপ্তাহে দুদিন করে ওই বাইক বার করা যাবে। স্টিকারের বাইকের নম্বর লেখা হচ্ছে। স্টিকারের উপরে সোম থেকে রবি সব কটি বারের উল্লেখ রয়েছে। যেদিন বাইকটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বারে দাগ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বাইকের নম্বরও নথিভুক্ত করা হয়েছে। এদিন সিউড়ির পাশাপাশি নলহাটির পুরসভা বাজার, জাতীয় সড়কের নানা জায়গায় পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয় এবং গাড়ির উপর স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পাল বলেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি অনেকেই কাজের বাহানায় বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই স্টিকার লাগানো হয়।'

সাধ্যমত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২৪ এপ্রিল (হি স): করোনা সচেতনতা প্রচারে ফের পথে মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার পথে নেমে " সাধ্যমতো মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি" এমনটাই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সচেতনতায় প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, " করোনা থেকে বাঁচতে লকডাউন মানতে হবে। আপনাদের উপরে নির্ভর করছে আগামীর ভবিষ্যৎ।আমি সাধ্যমত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। আপনারা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স মেন্টেন করুন। ভালো থাকুন।সুস্থ থাকুন। সবাই মাস্ক পরুন।আমাদের বাড়িই আমাদের মন্দির, মসজিদ, গির্জা। বাড়িই আমাদের শিক্ষালয়"।

এদিন করোনা সচেতনতা প্রচার করতে প্রথমে যাদবপুরে এইট বি এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী।গাড়ি থেকেই এলাকাবাসীকে লকডাউন সফলভাবে পালন করতে আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুর এইট বি হয়ে করোনা সচেতনতা প্রচারে ইএমবাইপাসে যান মুখ্যমন্ত্রী।

ফের করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এবার শিক্ষক-চিকিৎসক

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফের করোনার থাবা। করোনা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছেনা কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। এবার করোনার সংক্রমণ মিলল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক শিক্ষক চিকিৎসকের শরীরে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর,কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শিক্ষক চিকিৎসকের নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।মেডিসিন ওয়ার্ড- এ কর্মরত ছিলেন ওই চিকিৎসক। ওই চিকিৎসকের সংস্পর্শে আর কারা এসেছেন তা খতিয়ে দেখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ওই শিক্ষক চিকিৎসক ছাড়াও কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা এক রোগীরও রিপোর্ট পজেটিভ।

গৌতম গম্ভীর

আটের পাতার পর

দেখভাল করতেন সরস্বতী পাত্র নামে এক পরিচারিকা। ৪৯ বছর বয়সী ওই পরিচারিকার বাড়ি ওড়িশার জাজপুর জেলায়। দিন কয়েক আগে উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস সমস্যা নিয়ে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হন ওই পরিচারিকা। ২১ এপ্রিল সেখানেই মৃত্যু হয় সরস্বতী দেবীর। কিন্তু লকডাউনে ওড়িশা ফেরার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সরস্বতী পাত্রের শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা করেন দিল্লির বিজেপির সাংসদ।

আর্থিক অনুদান

আটের পাতার পর

এড়াতে যে কোনও মূল্যে চলতি বছরেই আইপিএল করা হবে। তার জন্য আইসিসি-র ঘোষিত সূচিতে কিছু পরিবর্তন করা হতে পারে। এই সম্ভাবনা তৈরি হতে যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ড।

এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও ওয়াসিম খান জানান, 'আমাদের অবস্থান একদম পরিস্কার। সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা এশিয়া কাপ সেপ্টেম্বরেই হবে। আইপিএল-কে জায়গা দেওয়ার জন্য এশিয়া কাপকে সরিয়ে দেওয়া! এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার কারণে সেই সময় এশিয়া কাপ বন্ধ থাকতে পারে। আমরা শুনেছি এশিয়া কাপ নভেম্বর-ডিসেম্বরে পিছিয়ে দেওয়ার কথাবার্তা চলছে। কিন্তু তা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি এশিয়া কাপকে পিছিয়ে দেওয়া হয়, তবে এক সদস্যের সুবিধাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। যেটা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। এতে আমাদের সমর্থন থাকবে না।'

পরিবারের ১৫ জন সদস্য

তিনের পাতার পর

বিধায়ক। আর তারপরেই সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত তিনি। জানা যাচ্ছে, দিনকয়েক আগে মুম্বরা থানার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। ফলে সেখান থেকেই মন্ত্রী সংক্রমিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও ওই পুলিশ আধিকারিকের শরীরে করোনা পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী সংস্পর্শে আসার আরও ১৪ জনকে চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল

দুইয়ের পাতার পর

'মীরকাশিম,' 'মীরাবাঙ্গ', 'রূপকথা'—১৯২৩ থেকে '৪৩ পর্যন্ত কী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে। বারবার মনে হয়, অন্তরে-বাহিরে আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণাঢ্য পুরাণ ইতিহাসই মন্মথ রায়ের স্ব-ক্ষেত্র। পঞ্চাঙ্কের বিশাল বিস্তৃত পরিসরে তাঁর ভাব ও কল্পনার বৈভব যে স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায়, এ তো সর্বাগ্রে তাঁরই বোঝার কথা ছিল। ছয়ের দশক থেকে দেখছি, পুরান বা ইতিহাস তাঁকে আর উদ্দীপিত করে না। সমকালের চাপে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন হিমঘরে। মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নিশ্চযই সমৃদ্ধ করেছে আমাদের নাট্যসাহিত্য, আবার বৃহৎ প্রাপ্তির বাধা হয়েও দাঁড়িয়েছে নিশ্চিত। পঞ্চাশ সালের পরে তাঁর উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ মাত্র কয়েকটি—'ধর্মঘট', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'অমৃতঅতীত', 'তারাস শেভচেঙ্কো' ও 'লালন ফকির'।একালে বদলে গিয়েছে মন্মথ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। একদা মুক্তসংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নাট্যকার এখন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। '৬১ সালে লিখছেন—'রাজনীতি থেকে আমাদের একনকার নাট্যধারা প্রবাহিত সমাজতান্ত্রিক খাতে। বিশুদ্ধ নির্ভেজাল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিতে গড়ে উঠুক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

শুক্রবার বিলোনীয়ার বড়টিলা, মুন্ডাবস্তি এবং কৈয়ালুঙ্গায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপি জনমনে বিভ্রান্তির ভাইরাস ছড়াচ্ছে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নামে জনমনে বিভ্রান্তির ভাইরাস ছড়াচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে তার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বিএনপি'র জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,বিশ্বের কোনও দেশে এ ধরনের টাস্কফোর্স গঠনের নজির নেই। জাতীয় টাস্কফোর্স বা জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার নামে বিএনপি আহেতুক বিভ্রান্তির ভাইরাস ছড়াচ্ছে। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় কেউ ভালো পরামর্শ দিলে সরকার তা সানন্দে গ্রহণ করবে। বিএনপি'র টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,আমাদের দেশে কেউ কেউ করোনা প্রতিরোধে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সারা দুনিয়ায় কোথাও করোনা প্রতিরোধে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বা দলীয়ভাবে টাস্কফোর্স গঠনের নজির নেই।তিনি বলেন, এই দুর্যোগের সময় যার যার দাযিত্ব সতর্কতার সঙ্গে পালন করাই দায়িত্বশীলতার পরিচয়। দল হিসেবে প্রত্যেকেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। ভালো পরামর্শ সরকারকে যদি দেয়া হয় তা অবশ্যই তা করোনা প্রতিরোধের জন্য সানন্দে গ্রহণ করা হবে।

ভিআইপিদের চিকিৎসায় আলাদা হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে না জানিয়ে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বলেন, ভিআইপিদের আলাদা চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। ভিআইপিদের চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরির বিষয়টি স্রফে গুজব। আমি যতদূর জানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ধরনের কোনও প্রস্তাবে সমর্থন দেননি। রোগীকে রোগী হিসেবে দেখব।

রাজ্যের

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জেসওয়ালকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি আগরতলা পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনারের দায়িত্বও পালন করবেন।

সামজিক

● **প্রথম পাতার পর**

পাশাপাশি, প্রত্যেক কেন্দ্রে পর্যাপ্ত জল এবং হাত ধুয়ার জন্য সাবানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতায়াতে ৩টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, আজ প্রচন্ড ভিড় হয়েছে। তাই, আগামীদিনে এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। তাঁর কথায়, শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাস্ক পরে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। সামাজিক দুরত্বও বজায় রেখেছেন।

যেসব শিক্ষকের বাইক কিংবা যানবাহন রয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট যানবাহন নিয়ে উত্তর পত্র মূল্যায়ণের কাজের জন্য আসছেন। যাদের যানবাহনের ব্যবস্থা নেই তাদের যাতায়াতের জন্য তিনটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি চম্পকনগর থেকে, একটি বিশ্রামগঞ্জ থেকে এবং একটি নরসিংগড় থেকে ছাড়বে। শুধুমাত্র শিক্ষকরাই এই বাসে করে আসতে পারবেন।

মোতায়েন

● **প্রথম পাতার পর**

ফলে, ত্রিপুরা-কে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সীমান্ত ডিঙিয়ে একজনও ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই, উন্মুক্ত সীমান্তে নজরদারিতে অতিরিক্ত টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর**

গৃহ শিক্ষকের স্ত্রী এবং সন্তান লকডাউনের ফলে কলকাতায় আটকে রয়েছে। ছাত্রীকে একা পেয়েই সে এই কুকর্ম সংগঠিত করেছে।

মন্তব্য সুজনের

পাচের পাতার পর

অন্যান্য রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ঠিক করে হচ্ছে না। যারা করোনা আক্রান্ত তারাও বিপদের সম্মুখে।' বিশেষজ্ঞ কমিটি, অডিট কমিটি করে আসল তথ্য সব ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

সুজনবাবুর কথায়, 'প্রথম থেকে বলে এসেছি হু আর আইসিএমআর-এর গাইডলাইন অনুযায়ী সরকার চলুক। রাজ্য যদি সেই অনুযায়ী চলে গোটা রাজ্যের মানুষ আমরা তার পাশে দাঁড়াবো বিরোধিতা করার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে। এখন ঐক্যমত গড়ে তোলার সময় সেটা যদি রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর না বোঝেন তাহলে মানুষ আরও বিপদে পড়বে। এদিকে এরা পত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাবে নাটুকেপনা করবে।' মুখ্যমন্ত্রীর তলবে দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন নির্বাচনী প্রকৌশলী প্রশান্ত কিশোর। কলকাতায় এসেই ইতিমধ্যেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক হয়ে গিয়েছে তার। এই প্রসঙ্গে এদিন কটাক্ষ করে সুজন চক্রবর্তী জানান, 'দিল্লি থেকে কার্গো বিমান করে পিকে তিনদিন আগে রাজ্যে চলে এলো। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনৈতিক প্রচারে তিনি এখন পরামর্শ দেবেন। দিল্লি পুরো বিষয়টা জানতো। ওপর ওপর দেখাচ্ছে রাজ্য কেন্দ্রের খুব ঝামেলা হচ্ছে কিন্তু ভেতরে নিজেদের মধ্যে সব ঠিক আছে। এই বিষয়টি রাজ্য কেন্দ্রের পুরো পরিকল্পনামাফিক'।

পুটিয়াতে বেদে পরিবারের ৩৭ জনের আগমন ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ এপ্রিল।। লকডাউনের মধ্যে বক্সনগরে বাইদ্যা পরিবারের আগমন ঘিরে পুটিয়ার জনমনে ব্যাপক ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। গতকাল রাতে বক্সনগরের পুটিয়ার চার নং ওয়ার্ডে বাইদ্যা বস্তিতে আসে সাত্রিশ জন বাইদ্যা। দুটি বাসে করে তারা এখানে আসে। কেন তারা এই পরিস্থিতিতে সেখানে আসে এনিয়ে স্থানীয় জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা জানায় তেলিয়ামুড়া থেকে বাসে করে এখানে এসেছে। তাদের কাছে নাকি মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপত্রও রয়েছে বলে দাবি করে তারা। যদিও তারা পরে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এই খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় কলমচৌড়া থানার পুলিশ। পরে তাদেরকে পুনরায় তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। তারপর এলাকায় কিছুটা স্বস্তি আসে।

করোনার প্রভাব

● **প্রথম পাতার পর**

পি এস ইউ-গুলিকে ক্ষতির পরিমাণ হাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনও সরকারি দপ্তর আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে লোক নিয়োগ তখনই করতে পারবে যদি প্রয়োজনীয় পদগুলির নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়ে থাকে। পঞ্চদশ অর্থকমিশন ত্রিপুরা সহ কয়েকটি রাজ্যের বেতন, পেনশন এবং সুদের হারের মাথাপিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেইক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে এইসব ব্যয় কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এরজন্য স্টেট ইকোনমি বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে যেখানে সম্ভব হয় ম্যানপাওয়ার সহ রিডেপ্লয়মেন্ট রেশনালাইজ পদ্ধতিতে করার জন্য। এন্টারটেইনমেন্ট চার্জ-এর সর্বোচ্চ সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের অফিসে টিভি, ক্যাবল ইত্যাদি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্টেট ইকোনমি বোর্ডের অনুমোদন লাগবে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

করেছেন। যে কোনও ধরনের সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, ইতিমধ্যেই ১.২৫ লক্ষ পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা। শুধু তাই নয়, গ্রামগুলিতে কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যাও ৩ লাখের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার আহ্বানও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার। উন্নত হওয়া প্রয়োজন গ্রামীণ পরিকাঠামো।" করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় অনেক কষ্ট করেও কী ভাবে লড়ছেন, তার খোঁজখবর রাখছেন বলে জানিয়ে মোদী বলেন, "এই পরিস্থিতিতে গ্রামে যা কিছু চলছে, তার নিরন্তর খোঁজ নিচ্ছি। করোনা মোকাবিলায় আপনাদের পরামর্শ চাই। সারা দেশ আপনাদের কথা শুনতে চায়। দেশবাসীর কাছে যখন কঠিন মনে হচ্ছে, তখন গ্রামবাসীরাই দেখিয়ে দিয়েছে, কোনও কিছুই কঠিন নয়।"

পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার দেশের সর্বত্র সরপঞ্চ (গ্রাম প্রধান)-দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমারও। পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে এদিন ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টাল এবং 'সম্ভিতা যোজনা'রও সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

অব্যাহতি

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন, অতীতে কখনো অভিযোগের ইটা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্বচ্ছ প্রশাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে স্বাস্থ্য দফতরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিক কিরেন গিত্তে এবং তনুশ্রী দেববর্মা-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, তদন্তে কোন ভাবে প্রভাবিত না হয়, তাই স্বাস্থ্য সচিব ড় দেবাশীষ বসু এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা অদিতি মজুমদার-কে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, নতুন দায়িত্ব কে পাবেন তা এখনো স্থির হয়নি।

সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

গ্রামীণ এলাকায় অর্থাৎ পুর এলাকার বাইরে এবং শিল্প নগরীতে সমস্ত ধরনের প্রকল্পের কাজ চালু করা যাবে। তেমনি পুর এলাকার অর্ধ সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করা যাবে যদি কাজের ক্ষেত্রেই শ্রমিক পাওয়া যায় (এবং বাইরে থেকে শ্রমিক আনতে না হয়) এবং পুনর্নবীকরণ শক্তি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও সমস্ত ধরণের মাল পরিবহণ, একজন সহকারী ও লাইসেন্সধারী দু'জন চালক সম্পন্ন ট্রাকে মাল পরিবহণ এবং মাল নামানোর পর খালি ট্রাকের চলাচলে অনুমোদন রয়েছে। তবে অবশ্যই অফিস, কারখানা, দোকান ইত্যাদি সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলতে হবে।

সিএমআইই

● **প্রথম পাতার পর**

আপাতত ৩ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে ফের লকডাউন বাড়ানো হতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। সে ক্ষেত্রে লকডাউন কবে শেষ হবে একটা বড় প্রশ্ন আর তারপরে কর্মসংস্থানের চিত্রটা কেমন দাঁড়াবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অনেকেরই কপালে ভাঁজ পড়ছে। কারন এই সমীক্ষাই বার্তা দিল কয়েকদিন লকডাউন চলায় কাজের বাজারটার কতটা ভয়ঙ্কর দশা হতে পারে।

রূপকথার শচীন, শচীনের রূপকথা

সৌরভের কল্যাণে দুই-একটা বাংলা শব্দ শিখেছেন। তাই বলে বাংলায় একটা আস্ত বই পড়ে ফেলতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বই পড়ার জন্য অনুবাদক ভাড়া করেছেন বা করবেন বলেও মনে হয় না। এমন কিছু হয়েছে শুনলে আমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাব। যতটা না আনন্দে, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ে। আমরা তাই ধরে নিতে পারি, আমার লেখা ”শচীন রূপকথা” বইটি শচীন টেন্ডুলকার পড়েননি।

তবে না পড়লেও বইটা যে শচীন টেন্ডুলকারের কাছে আছে, এটা আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি। কীভাবে? আমি নিজেই যে সেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। শচীন নিজে না বললে অবশ্য তা প্রমাণ করতে পারব না। দুটি বই শচীনকে উপহার দিয়েছি, আর দুটিতে অটোগ্রাফ নিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার কাছে। তাতে অবশ্য বইটি যে শচীন টেন্ডুলকার দেখেছেন, বড় জোর এটি প্রমাণ হয়। বইটা তাঁর কাছে আছে, এর প্রমাণ কী? না, আসলেই কোনো প্রমাণ নেই। আমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধই করতে পারি। শচীনের মুম্বাইয়ে বান্দ্রায় পেরি ক্রস রোডের ফ্ল্যাটে বইটি দেখে এসে আমার এক বন্ধু সাংবাদিক আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন বিশ্বাস করা না-করা আপনার ব্যাপার।

শচীন রূপকথা হাতে শচীন টেন্ডুলকারের একটা ছবি তুলে রাখলে প্রমাণটা আরও অকাট্য হতো। বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন, কাভার-ব্যাক কাভার দেখার পর পৃষ্ঠাসংখ্যাও। ভিনদেশি এক সাংবাদিক তাঁকে নিয়ে ২১৪ পৃষ্ঠার একটা বই লিখে ফেলেছেন জেনে চোখেমুখে একটু যেন খুশির আভাও। সংগ্রহে রাখার মতো একটা ছবিই হতো। কিন্তু ছবি তোলার কথা যে আমার মনেই আসেনি। যা নিয়ে এখনো আমার একটু আফসোস হয়। এই ”বদভ্যাস” নিয়েই। এত সব কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলেছি, সাক্ষাৎকার নিয়েছি, বলতে গেলে কারও সঙ্গেই ছবি তোলা হয়নি। শুরুর দিকে ”মহৎ” একটা কারণ ছিল। বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার অনেক আগে থেকেই বড় বড় ইন্টারভিউ করেছি। শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ইন্টারভিউও এর চার বছর আগে। বাংলাদেশের সাংবাদিক হিসাবে অকারণ একটা বাড়তি দায় অনুভব করতাম তখন। নিজেকে এবং বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পেশাদার প্রমাণ করার দায়। মনে হতো, ইন্টারভিউ শেষ করে ছবি তুলতে চাইলেই পেশাদার সাংবাদিক থেকে ভক্তে রূপান্তরিত হয়ে যাব! যে কারণে তারকাদের সঙ্গে আমার ছবি নেই বললেই চলে। শচীনের সঙ্গেও নেই। নইলে বিস্ময়-বালকের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে একটা ছবি পোস্ট করে শচীনকে শুভেচ্ছা জানানো যেত।

বিস্ময়-বালক! শচীন টেন্ডুলকারের আজ ৪৭ হলো, আর তাঁকে কি না বলছি বিস্ময়-বালক! শচীনকে নিয়ে আমার এটা পুরনো সমস্যা। বেবি ফ্যাট মুখে নিয়ে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে টেস্ট অভিষিক্ত বালকের বয়স কীভাবে যেন সেখানেই থমকে আছে। এর একটা কারণ হতে পারে, টেস্ট অভিষেকের বছর তিনেক আগে থেকেই শচীন টেন্ডুলকার প্রসঙ্গে বিস্ময়-বালক কথাটা শুনতে শুনতে সেটিই মনে গেঁথে গেছে। দাড়ি-গোঁফেও চেহারাছবিতে ভারিক্কি ভাব না আসাও হয়তো আরেকটা কারণ। টেস্ট অভিষেকের পরের বছর প্রথম যখন তাঁকে দেখি, বয়স মনে হয়েছিল আরও কম। সেই প্রথম দেখা ১৯৯০ সালে ঢাকায় আজহার একাদশ ও ইমরান একাদশের মোড়কে ভারত-পাকিস্তান দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের কল্যাণে। শেরাটন হোটেলের দোতলায় কপিল দেব-রবি শাস্ত্রী-দিলীপ ভেংসরকারদের আড্ডার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শচীন সেখানে নেই। একটু পর দেখি, টি শার্ট-জিন্সে ফুলবাবু সেজে তিনি আসছেন। পাকিস্তানে ইমরান-আকরাম-ওয়াকারের আগুনে বোলিংয়ের বিপক্ষে অভিষেকের পর নিউজিল্যান্ড সফরও করে ফেলেছেন ততদিনে। নেপিয়ারে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা হাত ফসকে গেছে মাত্র ১২ রানের জন্য। সবকিছু জানা থাকার পরও শচীনকে প্রথম দেখার বিস্ময়টা এখনো মনে করতে পারি। মুখে বেবি ফ্যাট তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে তখনো, ঘাড়ে রেশমের মতো রোয়া রোয়া চুল। এই পিচ্চিই আরও এক বছর আগে ওয়াকার ইউনুসের বাউন্সারে রক্তাপ্লুত নাক মুছে পরের বলটিই পাঠিয়েছে বাউন্ডারিতে! মিনিট পাঁচেকের কথাবার্তায় এই প্রসঙ্গটাও এসেছিল। ছেলেমানুষী একটা প্রশ্নও করেছিলাম, ”ইমরান-আকরাম-ওয়াকারকে খেলতে ভয় লাগেনি?” উত্তরটাও ছিল বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ”শুরুতে একটু লেগেছিল। একটা বাউন্ডারি মারার পর আর লাগেনি।”

এরপর আরও কত স্মৃতি! আমার অনুল্লেখ্য সাংবাদিক জীবন আর শচীনের রূপকথার মতো ক্যারিয়ার একই সমান্তরালে এগিয়েছে। শচীনকে নিয়ে আড্ডায় যেটিতে একটু মশলা মিশিয়ে আমি বলি, আমার আর শচীনের মধ্যে বড় একটা মিল আছে। আমাদের দুজনের ক্যারিয়ার একই বছরে শুরু। শচীনকে নিয়ে এত হইচই আর আমাকে নিয়ে কিছুই নাএ নিয়ে কৃত্রিম আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলাম একটি লেখায়। একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে লেখা বলে শচীনের সেটি চোখে পড়তে পারে বলেও অনুমান করি। তা পড়ুক না পড়ুক, ওই ওয়েবসাইটের সম্পাদক কথাটাতে খুব মজা পেয়েছিলেন।

শচীন যদি রেকর্ডের বরপুত্র হন, শচীন সম্পর্কিত আমারও একটা রেকর্ড আছে বলেও দাবি জানিয়েছিলাম ওই লেখাটিতে। এটি অবশ্য রসিকতা ছিল না। কী সেই ”রেকর্ড”? প্রেসবক্সে বসে শচীন টেন্ডুলকারের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শততম সেঞ্চুরি দেখা একমাত্র সাংবাদিক আমি। এটিকে রেকর্ড বলবেন কি না, সেটি অবশ্য আপনার ব্যাপার।

শচীনের ওয়ানডে সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে কোটি কোটি শব্দ লেখা হয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটি এসেছিল ৭৯তম ম্যাচে, ৭৬তম ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সেঞ্চুরির সময় আমি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে। এর ১৮ বছর পর মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীনের শততম সেঞ্চুরি। যেটি নিয়ে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির চেয়ে বেশি বই কম কথা হয়নি। এশিয়া কাপের সেই ম্যাচে শচীনের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরির পরও বাংলাদেশের জয়ের গল্পটা আমি লিখিনি। না লেখার পেছনের গল্পটা বলি। আমার বড় ছেলে স্বপ্ন খুব খেলাপাগল। অথচ মাঠে বসে শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেনি কখনো। এই সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে সেদিন মাঠে নিয়ে গেছি ওকে। সহকর্মীদের বলে দিয়েছি, আজ ম্যাচ রিপোর্ট তো করবই না, কিছু লিখবও না। ল্যাপটপও নিইনি সঙ্গে। তারপরও ঠিকই লিখলাম। লেখাটার শিরোনাম থেকেই বিষয়টা অনুমান করে নিতে পারবেন ”এটাও কি একটা রেকর্ড নয়!” লেখার সিদ্ধান্তটা হুট করেই। স্বপ্নকে নিয়ে প্রেসবক্সের পাশের একটা রুম বসে খেলা দেখছি আর প্রেসবক্সে যাওয়া-আসা করছি। শচীনের সেঞ্চুরি হয়ে যাওয়ার পর আবারও চক্কর দিলাম প্রেসবক্সে। সেখানে গিয়েই মনে হলো, আরে, শচীনের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরির সময় প্রেসবক্সে যে সাত/আটজন সাংবাদিক ছিলেন, আমি ছাড়া আর কেউই তো এখানে নেই। আত্মপ্রচারের সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কার কাছ যেন ল্যাপটপ ধার করে সেটি সবিস্তারে সবাইকে জানিয়েও দিলাম।

আত্মপ্রচার যখন হচ্ছেই, আরেকটু করি। এসব খুচরো ব্যাপার-স্যাপারকে ”রেকর্ড” ধরলে তেমন রেকর্ড আমার আরেকটি আছে। শচীন টেন্ডুলকারের শেষ টেস্ট ম্যাচ কাভার করা বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক আমি। সেই ম্যাচে অ্যাক্রিডিটেশন পেতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রেসবক্সে জায়গা দিতেই আয়োজকেরা হিমশিম খাচ্ছেন, বিদেশি সাংবাদিকদের তাই পত্রপাঠ ”না”। একে-তাকে ধরে শেষ পর্যন্ত শচীনের বিদায়বেলায় ওয়াংখেড়ের প্রেসবক্সে থাকতে পারাটাকে আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের একটি বলে মানি। এই আবেগময় অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। টেস্ট ম্যাচ শেষে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার সময় গ্যালারি থেকে ”সাচিন-সাচিন” বলে গগনভেদী কোরাস, শচীনের ওই অবিশ্বাস্য বক্তৃতা, শচীন ভক্ত সুধীর গৌতমের নেচে নেচে শঙ্খ বাজিয়ে যাওয়া, ভারতের টিম বাস মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার দুই-তিন ঘণ্টা পরও স্টেডিয়ামের বাইরে ভক্তদের জটলা....সব কিছু এমন একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল যে, স্টেডিয়াম থেকে হাঁটা দূরত্বের হোটেলে ফেরার পরও দেখি, সবকিছু কেমন যেন আধিদৈবিক বলে মনে হচ্ছে!

স্টেডিয়ামের বাইরে যে জটলার কথা বলছিলাম, তার একটির কথা আলাদাভাবে মনে আছে। ওয়াংখেড়ের মূল ফটকের বাইরে হাতে বিশাল একটা ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে দশ-পনের জনের একটা দল। বহুবর্ণ সেই ব্যানারের নিচে লেখা, ”ক্রিকেট উইল নট বি দ্যা সেম অ্যানি মোর”। ওপরে ক্রিকেট ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছেবিএস: বিফোর শচীন, এএস: আফটার শচীন। পাশেই একটা দাঁড়িপাল্লার ছবি। যেটির এক দিকে হাস্যমুখ শচীন টেন্ডুলকার, অন্যদিকে ভারতীয় দলের বাকি সবাই। টেন্ডুলকারের পাল্লাটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে অন্য পাল্লাটাকে তুলে দিয়েছে আকাশে। ভারতীয় জনমনে শচীনের অধিষ্ঠানের আদর্শ প্রতীকি উপস্থাপনা মনে হয়েছিল ছবিটাকে। রিপোর্টটা লিখতে কেমন কষ্ট হয়েছিল, সেটিও মনে আছে। ”মুম্বাই থেকে উৎপল শুভ্র” লেখার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় কি-বোর্ডে নিশ্চল হয়ে আছে আঙুল। বুঝতে পারছি না, লেখায় কীভাবে ফুটিয়ে তুলব আবেগবন্যার এই অভূতপূর্ব প্রদর্শনী! শচীনকে নিয়ে আস্ত একটা বই লিখে ফেলার সিদ্ধান্তটা তখনই নেওয়া। তা সিদ্ধান্ত তো নিলাম, কিন্তু লিখবটা কী? দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে শচীন টেন্ডুরকারকে নিয়ে যত লেখা হয়েছে, ক্রিকেট ইতিহাসে আর কোনো ক্রিকেটারকে নিয়েই তা হয়নি। নতুন আর কী লেখার আছে! বই লেখার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। কিন্তু নয়-দশ দিন চলে গেছে, শুরুই করতে পারিনি। রীতিমতো উদভ্রান্ত লাগছে নিজেকে। শেষ পর্যন্ত বই একটা হলো, ভালো না মন্দ সেই বিচার পাঠকের হাতে ন্যস্ত। শুধু এটুকু বলি, বইয়ের প্রস্তুতিপর্বে শচীনের ক্যারিয়ার, রেকর্ড এসব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন অবিশ্বাস্য কিছু জিনিস আবিস্কার করেছি যে, নিজেই রীতিমতো চমকে গেছি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুকারের অভিষেক ১৯৮৯ সালের ১৫ নভেম্বর। কী বিস্ময়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষবারের মতো তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখল ২৪ বছর পর আরেক ১৫ নভেম্বরেই। শুরুটা যেমন তাঁর হাতে ছিল না, শেষটাও তো নয়। কত ভ্যারিয়েবলসজড়িয়ে এর সঙ্গে! হুট করে আয়োজিত তাঁর শেষ সিরিজটার শেষ টেস্টের সঙ্গে প্রথমটার মিলে যাওয়া দিয়ে যেটির শুরু। এরপরও তো আরও কত কিছু! টসজয়ী দলের সিদ্ধান্ত, ইনিংসের দৈর্ঘ্য, অন্য ব্যাটসম্যানের আউট হওয়ার ওপর নির্ভরশীল শচীনের নিজের ব্যাটিংয়ে নামার সময়, উইকেটে তাঁর নিজের স্থিতিকাল...। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে না হেরে ভারতকে আবার ব্যাটিং করাতে পারলেই তো ১৫ নভেম্বরের মহিমা শেষ হয়ে যায়।

শুরু আর শেষের এই মিল আমার আবিস্কার নয়। ভুতুড়ে মনে হওয়া এই অবিশ্বাস্য মিল নিয়ে মুম্বাই টেস্টের সময়ই সবিস্ময় আলোচনা হয়েছে। বইয়ের জন্য আমার গবেষণায় নতুন যা পেলাম, সেটি বলি। মুম্বাইয়ে শেষবারের (শেষবারটা তখন ছিল অনুমান) মতো যখন ব্যাটিং করতে নামছেন, সময়টা দেখে রেখেছিলাম। ভারতীয় সময় বিকেল তিনটা বেজে ৩৪ মিনিট। শুরু আর শেষের তারিখটা মিলে গেছে দেখে কৌতূহল, নিছকই কৌতূহলভরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটিং করতে নামার সময়টা উদ্ধার করার অভিযানে নামলাম। করাচি টেস্টের স্কোরকার্ড যা বলছে, সেটিও দিনের শেষ সেশনেই হবে। সেই টেস্ট কাভার করেছেন, এমন ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ”তিনটা নাগাদ”-এর চেয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পেলাম না। কৌতূহলটা তাতে আরও বেড়ে গেল। বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বৈভব পুরান্ডারের লেখা শচীন টেন্ডুলকার জীবনীতে সময়টা পেলাম এবং বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। করাচিতে শচীন ব্যাট করতে নেমেছিলেন বিকেল ৩টা ৪ মিনিটে। পাকিস্তানে ৩টা ৪ মানে ভারতে তখন ৩টা ৩৪! যার অর্থ, শচীন টেন্ডুলকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ও শেষ ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমেছেন একদিন আগে-পরের একই সময়ে!

কাকতালীয় মিলের এখানেই শেষ নয়। শচীনের মোট আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসাব করুন। ২০০ টেস্ট, ৪৬৩ ওয়ানডে, ১টি টি-টোয়েন্টি...যোগফল ৬৬৪। এই ”৬৬৪” সংখ্যাটাই তো শচীন টেন্ডুকারের আগমনী বার্তা শুনিয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটকে। স্কুল ক্রিকেটে বিনোদ কাম্বলির সঙ্গে ৬৬৪ রানের রেকর্ড জুটিটিই ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর নাম। সেটি ১৯৮৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। ২২ বছর পর আরেক ২৪ ফেব্রুয়ারিতেই শচীনের ব্যাট থেকে ওয়ানডেতে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি!

”কাকতালীয়” শব্দটাকেও আসলে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। শচীনের টেস্ট আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট সেঞ্চুরির সংখ্যাই দেখুন না! ২০০ টেস্ট আর ১০০ সেঞ্চুরিকল্পনার ঘোড়া ছোটানো ঔপন্যাসিকও তো বড় বেশি নাটকীয় হয়ে যায় ভেবে এমন কিছু লেখার সাহস পাবেন না। শুনতে ভালো শোনায় জেনেও সংখ্যা দুটিকে একটু কম-বেশি করে দেবেন।

শচীনের শেষ টেস্টে আমন্ত্রিত এক সময় তাঁর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়ান লারা বলেছিলেন, ”হি হ্যাজ স্ক্রিপ্টেড দ্য গ্রেটেস্ট এভার ক্যারিয়ার।” কিন্তু এমন একটা ”স্ক্রিপ্ট” লিখল কে? সরল উত্তর তো অবশ্যই শচীন টেন্ডুলকার নিজেই। কিন্তু তাঁর ক্যারিয়ারে নিয়তি নির্ধারিত এত সব ঘটনা দেখে কেন যেন মনে হয়, কোনো মনুষ্যের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। এই চিত্রনাট্য হয়তো ক্রিকেট বিধাতার নিজের হাতে লেখা।

No: F.2 (610) - MED/GEN/AB-PMJAY/ 2018-19 Dated, Agartala the 16/4/2020

Expression of Interest

Tender in sealed cover is hereby invited by the undersigned from the reputed local Medicine shop of following EOI (Expression of Interest) to supply of Medicine / Consumables/ Implants & Surgical Items for AGMC & GBPH, Agartala. The last date of submission quotation is up to 4.00PM 20th MAY 2020 by speed post/courier.

Details terms and condition can be collected at from MS Office in NHM section (Ground floor), AGMC & GBP Hospital, Agartala on all working days from 11.00AM to 4.00 PM up to 20th MAY2020.

Executive cum Member Secretary Rogi Kalyan Samity (RKS) Medical Superintendent & Head of Office AGMC& GBP Hospital. Agartala Tripura

ICA/C-080/2020-21

Ref.No: 'r.2 (508)-xiN1c &GBP /s&T/2019-20)

E-Tender The :Medical Superintendent & Head of Office, Agivic & GBP g-fospita AgartaCa invites e-Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for Procurement of different Pmpty .MedicaCgas Cylinder at Agarta(a Government NedicaCCoCCege & GBP HospitaC .igar-taCa." Ref.No: J'.2 (5D8)-AGNE &cg3T /.411/2azo) subject to certain terms & concations through e-Procurement website of .Government of Tripura, httys://trntratenders.gov.in. The tender fee(Non refundable) and Earnest money (Refundable) are to be yak(electronicaCCy over the online Payment facility _provided in the Portal, any time before Bid Submission DuC'Date 'using either of the supportedPayment modes Cike Net Banking/Debit Card/Credit Card Dist clate o1 suljrnission is 'uyto 5.00 TN of 1-P /o 5 /2020

The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

Medical Superintercdent& Head of Office AGiv1C & GBP Hospital, Agartala

ICA/C-085/2020-21

বার্সায় আর্জেন্টাইন সতীর্থের চেয়ে নেইমারই পছন্দ মেসির

করোনাভাইরাসের কারণে সব খেলা বন্ধ। কিন্তু ফুটবলের দলবদলের গুঞ্জন থেমে নেই। বার্সেলোনা আগামী মৌসুমের দলবদল পরিকল্পনায় নেইমার ও লওতারো মার্তিনেজ দুজনই আছেন। এঁদের মধ্যে নেইমারকেই নাকি বেশি পছন্দ মেসির ।করোনাভাইরাস কবে বিদায় নেবে, খেলা আবার কবে মাঠে গড়াবে তারই কোনো ঠিক নেই। কিন্তু তাই বলে তো আগামীর ভাবনা বসে থাকতে পারে না! বার্সেলোনাও আগামী মৌসুমের চিন্তাভাবনা এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। আগামী দলবদলে যে পিএসজির ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড নেইমার আর ইন্টার মিলানের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লওতারো মার্তিনেজ — এই দুজনকেই মূলত কিনতে চাইবে বার্সেলোনা, সে গুঞ্জন এখন কয়েক মাসের পুরোনো।

শেষ পর্যন্ত দুজনকেই কিনতে পারবে, নাকি দুজনের একজনকে, নাকি কাউকেই পাবে না বার্সা সে ভবিষ্যৎ বলবে। তবে দুজনের মধ্যে কোনো একজনকে বেছে নিতে হলে? সে ক্ষেত্রে বার্সেলোনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির নাকি একটা পছন্দ আছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে সতীর্থ মার্তিনেজের বদলে পুরোনো বন্ধু নেইমারকেই বেশি করে চান মেসি। ২০১৭ সালের আগস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে গিয়েছিলেন নেইমার। তাঁকে আবার ফেরাতে গত আগস্টেও অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে বার্সা। লাভ হয়নি। এবার আবার তাঁকে পেতে ছুটবে কাতালান ক্লাবটি। ক্লাবের সভাপতির আসনে একটু নড়বড়ে হয়ে পড়া হোসে মারিয়া বার্তোমেউও সমর্থকদের মন জোগাতে নেইমারকে ফেরাতে চান বলে গুঞ্জন। ২৮ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে ছেড়ে দিতে পিএসজিও মোটামুটি রাজি বলে শোনা যায়। বরং কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ধরে রাখতে এখন বেশি মনোযোগী পিএসজি। কিন্তু নেইমারকে আনতে ১৫ থেকে ১৮ কোটিরও বেশি লাগতে পারে বার্সার। ওদিকে লুইস সুয়ারেজের ভবিষ্যৎ বিকল্প হিসেবে ইন্টার থেকে মার্তিনেজকে আনতে চায় বার্সা। কিন্তু ইন্টারে তাঁর রিলিজ ক্লজ (ইন্টারের ইচ্ছার বাইরে তাঁকে আনতে গেলে আগ্রহী ক্লাবকে যে অর্থ খরচ করতেই হবে) ১১ কোটি ইউরো বলে শোনা যায়। গত কয়েক বছরের ভুল পরিকল্পনার মাশুল গুণে আর্থিক দিক থেকে অনেকটা সঙ্গীন বার্সার একই সঙ্গে দুজনকে আনতে তাই ঘাম ছুটে যাওয়ার কথা।

কিন্তু দুজনের মধ্যে যদি কোনো একজনকে বেছে নিতে বলা হয়? সে ক্ষেত্রে বার্সা অধিনায়ক মেসির নাকি নেইমারকেই পছন্দ। স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সের নাম প্রকাশ না করে ক্লাবের এক উৎসকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ”যদি ওকে (মেসি) লওতারো আর নেইমারের মধ্যে কোনো একজনকে বেছে নিতে বলা হয়, এটা পরিষ্কার যে লিও মেসি ব্রাজিলিয়ানকেই পছন্দ করবে।”

অবৈধ কাজটা বৈধতা দেওয়ার কথা ভাবছে আইসিসি

করোনা ভাইরাস কত পুরোনো রীতিকে বদলে দিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে কত সনাতন ভাবনা। ক্রিকেটেই ধরুন, যুগের পর যুগ বোলাররা বল উজ্জ্বল করছে থুতু বা লালা দিয়ে। কখনো কখনো কেউ বল উজ্জ্বল করতে গিয়ে অনৈতিক উপায়ের আশ্রয়ই নিয়েছেন। এমন এক কাণ্ডে বছর তিনেক আগে অস্ট্রেলিয়ার তিন তারকা ক্রিকেটার বড় শাস্তিও পেয়েছেন।

অথচ আইসিসি এখন ভাবছে বল বিকৃতির বিষয়টা কীভাবে বৈধতা দেওয়া যায়। করোনা ভাইরাসের কারণেই আইসিসি এমনটা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রিকেটের আইন বলছে, কোনো দল চাইলে বল চকচকে করতে পারবে কিন্তু সে জন্য কোনো কৃত্রিম বস্তু ব্যবহার করা যাবে না। বল ভিজে গেছে, সেটা তোয়ালে দিয়ে মুছে নেওয়া যাবে, কাদা লাগলে সেটা আম্পায়ারের পর্যবেক্ষণে সরানো যাবে। এমনকি বল চকচকে করতে থুতুও ব্যবহার করা যাবে কিন্তু অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না। অন্য উপায়ে বলের অবস্থা পরিবর্তন করার যেকোনো চেষ্টাই অনৈতিক, এটিই বল টেম্পারিং।

বৈধ উপায়ে বল চকচক করার যে কটি উপায় আছে, এর মধ্যে লালা-থুতুর ব্যবহারটাই বেশি করেন ক্রিকেটাররা। কিন্তু কোভিড-১৯ রোগ মহামারি রূপ নেওয়ায় বলে থুতু ব্যবহার নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। থুতু ব্যবহার যদি বন্ধ হয় তাহলে বোলাররা পড়বেন বিপাকে।

পুরোনো লাল বলে মুভমেন্ট পাওয়া হবে কঠিন। তখন ব্যাটসম্যানদের জন্য কাজটা হবে বেশ সহজ। কদিন আগে অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউড তাই বলছিলেন, ”(থুতু না ব্যবহার করে) সাদা বলে সমস্যা না হতে পারে। তবে টেস্ট ক্রিকেটে কঠিন।

বোলাররা বাতাসে যেকোনো ধরনের সাইডওয়েজ মুভমেন্টের ওপর অনেক নির্ভর করে। শুরুর দিকে ঔজ্জ্বল্য চলে যাওয়ার পর যদি ৮০ ওভার বলটা ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ না করতে পারেন, ব্যাটসম্যানদের জন্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। লাল কিংবা ঘাম যেটাই ব্যবহার করেন, একজনই এটা করতে পারে। তবে নিশ্চিত নই সমাধানটা কী। এটা নিয়ে আরও আলোচনা করার আছে। আশা করি ভালো সমাধান আসবে।”

থুতু বা লালা যদি ব্যবহার নাই করতে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বল উজ্জ্বল রাখতে বিকল্প একটা ভাবনার কথা এসেছে। ব্যাটে-বলের লড়াইটা সমান রাখতে আম্পায়ারের সামনেই স্বীকৃত কৃত্রিম কোনো বস্তু দিয়ে বল উজ্জ্বল করা যাবে। ভাবনাটা বাস্তবে রূপ নিলে বলা যায় আরেক অর্থে টেম্পারিংয়েরই বৈধতা দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিকল্পও নেই। আগামী মাসের শেষ দিকে কিংবা জুনের শুরুতে ক্রিকেটের দুই আইন প্রণেতা আইসিসির ক্রিকেট কমিটি এবং এমসিসি এটি নিয়ে আলোচনায় বসতে পারে।

এ বিষয়ে আইসিসির মেডিকেল কমিটির প্রধান ড় পিটার হারকোর্ট বলেছেন, ”পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। এখনো কোভিড -১৯ রোগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে। ক্রিকেট যে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করছে, সেগুলোর ব্যাপারে যেন একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, আইসিসির মেডিকেল কমিটি সদস্য দেশগুলোর মেডিকেল প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাজ করছে।”

‘মেসি, রোনালাদো, বিরাট, ফেদেরার আসল খেলা এখন কোভিড-১৯’

বিশ্বজুড়ে সব খেলাধুলা থমকে গেছে। ভাইরাসের কাছে অসহায় যেন সবাই। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের বড় বড় তারকারা এখন উপলব্ধি করতে পারছেন, মাঠে বা কোর্টে নিজেকে উজার করে তাদের যে লড়াই, শেষ পর্যন্ত সেটি স্রেফ একটি খেলাই। মাশরাফি বিন মুর্তজার বিশ্বাস, করোনাভাইরাসের এই দুর্যোগের সময়ে এটিই ক্রীড়া জগতের বড় শিক্ষা।

যাদের পদচারণায় এখন মুখর থাকার কথা ক্রীড়াঙ্গন, সময়ের থাবায় তারা প্রায় সবাই এখন ঘরবন্দি বিশ্বের নানা প্রান্তে। তবে সরব তারা অনলাইন জগতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন প্রায়ই ।বাংলাদেশের তারকারাও নানাভাবে সক্রিয় অনলাইনে। নিজের ব্যক্তিগত ফেইসবুক পাতায় যেমন মাশরাফি তুলে ধরেছেন সময়ের সবচেয়ে কঠিন সত্যটি।

“মেসি, রোনালদো, বেল, বিরাট, রুট, উইলিয়ামসন, ফেদেরার, নাদাল, জোকোভিচ এটি স্রেফ একটি খেলাই। কোভিড-১৯ এখন জীবনের সত্যিকারের খেলা। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন।”

“আশা করি, তারকারা আবার পুরো প্রাণশক্তিতে মাঠে ফিরবে।

চতুর্থবারের মতো গিনেস বুকে মাগুরার তরুণ ফুটবলার

চতুর্থবারের মতো গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন মাগুরার মাহামুদুল হাসান (১৮)। এবার এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি বার ঘাড়ের ওপর ফুটবল নাচিয়ে ও ধরে (মোস্ট ফুটবল ”সকার বল” নেক থ্রো অ্যান্ড ক্যাচেস ইন ওয়ান মিনিট) এই স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে এই স্বীকৃতি দেয় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। এক মিনিটে ৬৬ বার ফুটবল ঘাড়ের ওপর ফুটবল নাচিয়ে এই রেকর্ড গড়েন তিনি।

আরও তিনটি গিনেস রেকর্ড রয়েছে এই তরুণের দখলে। গত বছর আগস্টে এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি বার ঘাড়ের ওপর বাস্কেটবল নাচিয়ে ও ধরে রেকর্ড গড়েন মাহামুদুল হাসান। একই বছরের এপ্রিলে এক মিনিটে দুই হাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪৪ বার বাস্কেটবল ঘুরিয়ে রেকর্ড গড়েন তিনি। এই ফুটবল ফ্রি স্টাইলার প্রথম রেকর্ডটি গড়েন ২০১৮ সালে। সেটি ছিল এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি বার বাহুর ওপরে ফুটবল ঘুরিয়ে (১৩৪ বার)।

মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ম্যাকাট্রনিক্স বিভাগে ডিপ্লোমা প্রকৌশলে পড়ছেন মাহামুদুল হাসান। তাঁর বাড়ি সদর উপজেলার হাজিপুর গ্রামে। বাবা সোহেল রানা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য। মা মঞ্জুয়ারা খানম গৃহিণী।

মাহামুদুল হাসানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কোনো পেশাদারি প্রশিক্ষণ ছাড়াই এসব কীর্তি গড়েছেন তিনি। প্রথম আলোকে বলেন, ফুটবলে ক্রিকেটের মতো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। তাই ফ্রি স্টাইল গেম বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে না। এটিকে জনপ্রিয় করতে যে ধরণের ব্যায়ামাগার, প্রশিক্ষক বা অন্যান্য সহযোগিতা দরকার তা পাওয়া যায় না। ঢাকায় তবু অল্পস্বল্প পাওয়া যায়। কিন্তু মাগুরার মতো মফস্বল পর্যায়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নেই বললে চলে।

নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি নিজেকে বিশ্বমানের একজন ফ্রি স্টাইলার হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী মাহামুদুল হাসান। এই তরুণ চান, বিভিন্ন ক্লাব বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসুক। তাহলে বাংলাদেশে ফ্রি স্টাইল গেম আরও জনপ্রিয় হবে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বাইক আরোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতেই পুলিশের সাথে মতবিরোধ তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালে লকডাউনের নিয়মনীতি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে লকডাউন কিছুটা শিথিল করায় একাংশের লোকজন অত্যুৎসাহী হয়ে বাইক ও যানবাহন নিয়ে বেআইনিভাবে রাস্তায় বের হচ্ছেন। তাদের সতর্ক করতে আরক্ষা প্রশাসন মাইকযোগে প্রচার চালিয়েছে। আজ থেকে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হলেও লকডাউন পুরোপুরি নতুলে নেওয়া হয়নি। রাজ্যে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত কোন রোগী না থাকলেও আশঙ্কা কোনভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সে কারণেই লকডাউন কার্যকর রয়েছে। লকডাউন আপাতত প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

তদোপরি লকডাউন চলাকালে বেআইনিভাবে যানবাহন নিয়ে অনেকেই রাস্তায় বের হচ্ছেন। এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আরক্ষা প্রশাসনের সঙ্গেজনগণের মতভেদ চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া বাইক চালকদের পেছনে কাউকে না বসাতে এবং ছোট যানবাহনে চালকের পেছনের আসনে মাত্র একজনকে বসাতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত নির্দেশনামা মাইকযোগে ব্যাপকভাবে প্রচার চালিয়ে জনগণকে সতর্ক করেছে। কিন্তু কে শুনে কার কথা? সরকারের নির্দেশ অমান্য করে গণহারে যানবাহন নিয়ে বের হচ্ছে সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা শুক্রবার রাজধানীতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন। বাইকের পেছনে কাউকে পেলেই তাকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে চালকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে এবং একাধিক আরোহীকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ধরপাকড়ের ফলে অনেকেই অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। এনিয়ে আরক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে মতভেদ আরও চরম আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস ইয়ুথ এফেয়ার্সের উদ্যোগে খেলোয়াড়দের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্পোর্টস ইয়ুথ এফেয়ার্স-এর পক্ষ থেকে এনএসআরসিসিতে শুক্রবার দুস্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে মাস্ক, সেনিটাইজেশন এবং খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা প্রমুখ।

ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ এফেয়ার্স আয়োজিত দুস্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে মাস্ক সেনিটাইজেশন ও খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গোটা বিশ্ব আজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমাদের দেশেও করোনা ভাইরাস ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন তেমন কোন ভ্যাকসিন বের হয়নি। ফলে সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই সবচেয়ে বড় উপায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতিকে শামাল দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লকডাউন সঠিকভাবে মানার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাতে রাজ্যের জনগণ দারুণভাবে সাড়া দিয়েছেন। ক্রীড়অ ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব অংশের মানুষের খাদ্য সঙ্কট দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা ওসিব গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ এফেয়ার্স দুস্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দপ্তরের মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লকডাউন ঘোষণার ফলে গরিব অংশের মানুষের সমস্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসছেন। এটি খুবই ইতিবাচক দিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পানিসাগর বাজারে এক সপ্তাহে কুড়িটি দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ এপ্রিল।।-করোনা আতঙ্কের জেরে সমগ্র দেশজুড়ে চলছে লকডাউন।লকডাউনের ফলে স্বাভাবিক জীবন যাএা বিঘ্নিত হলেও নেশা কারবারিদের বারবারন্ত কিছুতেই কমছেনা।বিগত কিছুদিন ধরে প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপি উওর জেলার পানিসাগর বাজারে প্রায় ২০ টি দোকানে চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছে।প্রতিটি দোকানের পিছনের দরজা,জানালা, ভেন্টিলেটার ভেঙে দোকানে প্রবেশকরে মূল্যবান সামগ্রী চুরিকরে নিয়ে যায়।গতকাল ও প্রহরারত অবসায় ৫ টি দোকানে চুরি কান্ড সংঘটিত হয়। এই মর্মে পানিসাগর ব্যাবসায়ী সমিতির লোকজন চুরির উপদ্রব থেকে পরিএান পেতে মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও বার বার নিঃস্ফলা হয়ে বাধ্য হয়ে কমিটির সর্বসিদ্ধান্ত ক্রমে মুষ্টমেয় ব্যাবসায়ীরা মিলে নৈশকালীন প্রহরির সাথে এবং আরক্ষা প্রশাসনের কর্মী দের নিয়ে যৌথ উদ্দ্যোগে পাহাড়ার উদ্দ্যোগ নেন।নৈশকালীন প্রহরারত অবসায় রাত্রি প্রায় ৩ টা নাগাদ পেচারথল থেকে ধর্মনগরের অভিমুখে আসা পর পর তিনটি মারুতি অল্টো গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমানে দেশি ও বিলিতি মদ উদ্ধার করা হয়। সাথে সাথে খবর পাঠানো হয় পানিসাগর থানায়।পানিসাগর থানার কর্মী বৃন্দরা ছুটে আসেন এবং আঠককৃত ছয় জন অভিযুক্তকে অবৈধ মাল সহ পানিসাগর থানায় নিয়ে আসে।আটককৃত মদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলা দেশি চুলাই মদ।জানা গেছে মদ গুলি ধর্মমগরের উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।লকডাউনের ফলে বিলিতি মদের যোগান কমহওয়াতে দেশিমদের রমরমা আরও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।আটককৃত ছয় জনকে আজ দুপুরে ধর্মনগর জেলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

রক্তদানে এগিয়ে আসতে আহ্বান বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ লকডাউন চলাকালে মূমুর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী রক্তদান শিবির সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবিভিপি'র রাজ্য সম্পাদক সরোজ দেব ছাত্র সমাজকে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউন ঘোষণার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। গরিব অংশের মানুষ রুটিরুজির পথ হারিয়ে ঘরে বসে পড়েছেন। তাদের পরিবারে অনাহার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। এইসব দরিদ্র অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিনামূল্যে চাল সরবরাহ সহ বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। সরকার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওইসব দরিদ্র অংশের মানুষের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবী সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করে চলেছেন। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মানবতাবাদী। কিন্তু ছাত্র সমাজের কাছে অর্থকরী নেই। ছাত্র সমাজ পারে মুমূর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়াতে। তারণ্যে ভরা ছাত্র যুব সমাজ এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের জোগান দিতে প্রস্তুত রয়েছে। বর্তমানে করোনা সংক্রমণ জনিত কারণে ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতেও কেউ রক্ত দিতেআসছে না। অথচ মুমূর্ষ রোগীদের রক্ত খুবই জরুরি। এইসব কথা মাথায় রেখেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সারা রাজ্যে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী রক্তদান শিবির সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিটি এলাকায় ছাত্র সমাজকে স্থানীয় ব্লাডব্যাঙ্কে কিংবা নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করারজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

উত্তর জেলায় শীলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ এপ্রিল।।'২০২০' সালটা যেন গোটা পৃথিবী বাসীর জন্য অভিশপ্ত। একদিকে যেমন করোনা ভাইরাসের আক্রমণে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ বিপন্ন , তেমনি সারা ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরাবাসী অতি দুর্দিনের সম্মুখীন হয়ে লকডাউন বিধি মেনে গৃহবন্দী। বর্তমানে রাজ্যের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা তলানিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার উপর এবারের বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই প্রকৃতি যেন কৃষকদের উপর আক্রোশ প্রদান করছেন। এই বারের বাংলা ১৪২৭ সনের বৈশাখ মাস শুরু হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যে কালবৈশাখীর আগমন হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বেলা আনুমানিক দুই ঘটিকায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার তিলথৈ, রামনগর, দেওছড়া প্রবৃদ্বি এলাকায় প্রচন্ড শিলা বৃষ্টির কারণে এলাকার সকল কৃষক ভাইদের শাক সব্জির ক্ষেত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।এর ফলে বিরাট অংশের কৃষক ভাইদের ফসলাদীর গাছ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি সম্মুখিন হয়। এলাকার কৃষক সুজিত চন্দ্র নাথ এবং শ্রীমতি অর্চনা নাথের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে,ঐ এলাকায় প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি জন কৃষক এই মরসুমে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা লঙ্কার চাষ করে থাকেন।এবছর ও তার ব্যাতিক্রম নয়।গত বছরের তুলনায় এ বছর আরও বেশি পরিমাণে কাঁচা লঙ্কার চাষ ও অন্যান্য শাক-সবজির চাষ উনারা করেছেন।প্রতিটি গাছে ফসল ধরার প্রাকমূহূর্তে এই ধরনের বিপর্যয়ে চাষির আজ বিপন্ন। কিছুদিনের মধ্যেই ফসল বাজারজাত করা যেত। কিন্তু আজকের এই প্রচন্ড শিলা বৃষ্টির কারণে অত্র এলাকার সকল কৃষক ভাইদের মরিচ গাছ সহ অন্যান্য সব্জি ক্ষেত পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় এ বছরে তাদের বিরাট আর্থিক লোকশানের সম্মুখীন হবে বলে জানান।এখন দেখার বিষয় হলো সরকার পক্ষের সহানুভূতি কতটুকু মিলে।

অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৯, আক্রান্ত ৯৫৫ জন

অমরাবতী, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও দু'জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২। ফলে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২৯ এবং ৯৫৫। রাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনামুক্ত হয়েছেন ১৪৫ জন।

অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনন্তপুরামু এবং কুরনুল জেলায় দু''জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২ জন।

অক্ষত অবস্থায় ফিরলেন বাড়িতে, অপহৃত পুলিশ কর্মীকে মুক্তি দিল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান! অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে ফিরলেন অপহৃত পুলিশ কর্মী। বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায়, নিজ বাসভবন থেকে একজন পুলিশ কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল জঙ্গিরা। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই পুলিশ কর্মীকে অপহরণ করা হয়েছিল।

রাতেই ওই পুলিশ কর্মীকে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি দিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। অপহরণের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ কনস্টেবল জাভেদ জাব্বারকে মুক্তি দিয়েছে জঙ্গিরা। পুলিশ সূত্রের খবর, ছুটি কাটাতে বাড়িতে ফিরেছিলেন পুলিশ কনস্টেবল জাভেদ জাব্বার। বৃহস্পতিবার রাত ৯.৪০ মিনিট নাগাদ শোপিয়ান জেলার ওয়াইল এলাকার বাসভবন থেকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই পুলিশ কর্মীকে অপহরণ করেছিল জঙ্গিরা। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অপহৃত পুলিশ কর্মীকে মুক্তি দিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা।

ইটভাট্টা শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের ইটভাট্টাগুলিতে কর্মরত শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি ইটভাট্টা শ্রমিক পরিবারকে ১০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের ইটভাট্টাগুলির বেশিরভাগ শ্রমিকই বহির্রাজ্যের। লকডাউনের ফলে তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়েছে। খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ এবং নগত ১০০০ টাকা করে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ইটভাট্টাগুলিতে ইতিমধ্যেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজকর্মও শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ভারত-পাক দ্বৈরথে সরগরম ক্রিকেট বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : এশিয়া কাপকে সামনে রেখে আবার ভারত-পাক দ্বৈরথ ঘিরে সরগরম ক্রিকেট বিশ্ব। এশিয়া কাপ সেপ্টেম্বরেই হবে। আইপিএল-এর জন্য এশিয়া কাপের সূচি বদল হবে না, পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেএবারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। করোনার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে আইপিএল। বিভিন্ন স্তরে ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে বিরাট অঙ্কের আর্থিক লোকসান

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অমরপুর বিধানসভার বিধায়ক রঞ্জিত দাস অর্থ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বড়জলা এলাকায় শতাধিক গরিব পরিবারের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অবলম্বন শুক্রবার বড়জলা এলাকায় শতাধিক গরিব পরিবারের মধ্যে খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অবলম্বন সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বড়জলা এলাকার বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বড়জলায় অবলম্বন সামাজিক সংস্থা আয়োজিত পণ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস বলেন, কোন কোন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে রাজ্য করোনামুক্ত হয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডাঃ দিলীপ দাস বলেন, একথা ঠিক আমাদের রাজ্যে যে দু'জন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়েছিল তারা চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদেরকে বাড়িঘরে পাঠানো হয়েছে। তারা বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তথ্য দিয়ে ডাঃ দিলীপ দাস বলেন, করোনা মুক্ত রাজ্য ঘোষণা করতে হলে প্রত্যেকের শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেই একথা বলতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, চিনে চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে সুস্থ হয়ে যারা বাড়িঘরে ফিরেছিলেন তাদের মধ্যেও ১৫ শতাংশের রক্তেকরোনার সংক্রমণ পজেটিভ হিসাবে পুনরায় মিলছে। স্বাভাবিক কারণেই একথা বলা যেতেই পারে একবার পরীক্ষা হয়ে গেলেই করোনামুক্ত হওয়া কিংবা করোনা মুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। এজন্যই সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার অবলম্বন সামাজিক সংস্থার এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। লকডাউনে সকলকে ঘরে থাকার জন্যও তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

৩৭ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৭১৮ জনের, আক্রান্ত ২৩,০৭৭ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণের হার। শুক্রবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় ২৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৭১৮ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৭৪৯ জন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,০৭৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১৭, ৬১০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭১৮। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৭৪৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৭১৮ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৫০ জনের, গুজরাটে ১১২ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮৩ জন, মহারাষ্ট্রে ২৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৬ জন, রাজস্থানে ২৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ২০ জন, তেলেঙ্গানায় ২৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৪৩০, দিল্লিতে ২,৩৭৬, তামিলনাড়ুতে ১৬৮৩, কেরলে ৪৪৭, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪৪৫ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৮৯৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২২ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৬ জন, বিহারে ১৫৩ জন, চণ্ডীগড়ে ২৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ২৬২৪ জন, হরিয়ানায় ২৭২ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৪২৭ জন, ঝাড়খণ্ডে ৫৩ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৬৯৯ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওডিশায় ৯০ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২৭৭ জন, রাজস্থানে ১৯৬৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৬০ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৭ জন, উত্তর প্রদেশে ১৫১০ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫১৪ জন।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠক কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন ও স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। শুক্রবারের এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন দেশের মানুষ ও রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে বেশ কয়েকজন আধিকারিককে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেছেন, করোনা মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা এবং সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন পড়লেই রাজ্যগুলি সাহায্যের জন্য পদস্থ আধিকারিকদের পাঠানো হচ্ছে। যাতে আরও বেশি সাহায্যের হাত কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে না।

বিদেশ থেকে আসা সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ কিট ফেরত পাঠাবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিদেশ থেকে আসা সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ অ্যান্টিবডি কিট ফেরত পাঠাবে ভারত। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন একথা জানিয়ে বলেন, সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ অ্যান্টিবডি কিট যে দেশ থেকে আনা হয়েছে সেখানে ফেরত পাঠানো হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ওই টেস্টিং কিটগুলির জন্য কোনও দাম দেয়নি ভারত। আর সেগুলি চিন সহ যে দেশ থেকেই আসুক, সেদেশেই ফেরত দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, সঠিক ফলাফল না আসায় গত ২১ এপ্রিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) রাজ্যগুলিকে কোভিড-১৯-এর জন্য র‍্যাপিড টেস্টিং কিটের ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছিল।

দেশে করোনা টেস্টের ৪ শতাংশের রিপোর্ট পজিটিভ আসছে, দাবি হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : "আমাদের দেশে যত পরিমাণ টেস্ট হচ্ছে তার ৪ শতাংশের রিপোর্ট পজিটিভ আসছে।তার থেকে বেশি নয়।" শুক্রবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। তিনি বলেন, আমাদের একটাই ভয় ছিল, আমরা যদি স্টেজ ৩ -তে চলে যাই। কিন্তু আমরা দেশকে সেই পরিস্থিতিতে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। তিনি আরও বলেন, 'এক জায়গায় অনেক বেশি পজিটিভ কেস দেখা যাচ্ছে। তাই লকডাউন মানার ক্ষেত্রে অনেক বেশি নজরদারি রাখতে হবে।'এর আগে এপ্রিল মাসের শুরুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছিল যে, ভারত স্টেজ ২ ও স্টেজ ৩-এর মাঝামাঝি আছে। এইমসের ডিরেক্টরও সেইসময় বলেছিলেন, ভারতের কোথাও কোথাও কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে।আইসিএমআর-এর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড, রমন আর গঙ্গাখেদকর কয়েকদিন আগে জানিয়েছেন, ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্তের শরীরে কোনও উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং সেক্ষেত্রে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে, কিনা তার উপর ভিত্তি করেই টেস্ট করতে হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে ভারতে এমন অনেক আক্রান্ত আছেন, যাঁদের উপসর্গ না থাকায় টেস্ট করা হয়নি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৭৭। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭১৮ জনের। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রের খবর, শেষ ২৪ ঘণ্টায় ১৬৮৪ নতুন সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। পাশাপাশি ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট আক্রান্তের মধ্যে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে ১৭ হাজার ৬১০ টি। কারণ, ৭১৮ জনের মৃত্যু হওয়া ছাড়াও সেরে উঠেছেন ৪৭৪৯ জন।

দিল্লি আইআইটির বানানো করোনা টেস্ট কিটকে স্বীকৃতি দিল আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লি আইআইটির বানানো করোনা টেস্ট কিটকে স্বীকৃতি দিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)। এই কিটটি করোনা সংক্রমণ ধরবে নির্ভুলভাবে এবং কম খরচে এমন আরটি-পিসিআর (রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ-পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন) টেস্ট কিট বানিয়েছে দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। এই প্রথমবার দেশের কোনও অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটের বানানো টেস্ট কিটকে সবুজ সঙ্কেত দিল আইসিএমআর। র‍্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিটে ত্রুটি ধরা পড়ার পর থেকে আরটি-পিসিআর টেস্টেই বেশি ভরসা রাখছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)। বৃহস্পতিবার আইসিএমআরের ডিরেক্টর জেনারেল বলরাম ভার্গব বলেছিলেন, করোনা সংক্রমণ ধরার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হল এই আরটি-পিসিআর টেস্ট। এই টেস্টে ভাইরাল স্ট্রেন চিহ্নিত করা যায়। সময় বেশি লাগলেও আরটি-পিসিআর টেস্টেই ১০০ শতাংশ নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে সংক্রমণ। এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এমন টেস্ট কিটই বানিয়েছে দিল্লি আইআইটি। তাও আবার কম খরচেই। আইআইটির বানানো এই আরটি-পিসিআর টেস্ট কিট দিয়ে সংক্রমণ পরীক্ষা করতেও খুব বেশি সময় লাগবে না। পর্যাপ্ত পরিমাণে এই টেস্ট কিট বানানো হচ্ছে আইআইটিতে। গবেষক প্রশান্ত প্রধান, আশুতোষ পাণ্ডে ও প্রবীণ ত্রিপাঠীর তত্ত্বাবধানে এই প্রজেক্ট চলছে দিল্লি আইআইটিতে। এই টিমে রয়েছেন ডক্টর পারুল গুপ্ত, ডক্টর অখিলেশ মিশ্র, অধ্যাপক বিবেকানন্দন পেরুমল, মনোজ বি মেনন, জেমস গোমস ও বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

লকডাউনে মৃত পরিচারিকার শেষকৃত্য করলেন গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : পরিচারিকার শেষকৃত্য করলেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার গৌতম গম্ভীর। করোনার জেরে দেশে চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউনে নিজের মেয়েদের দেখভাল করা ওডিশা বাসিন্দা পরিচারিকার শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন গম্ভীর নিজেই। লকডাউনে সেখানে ফেরার কোনও উপায় নেই। তাই পরিচারিকার শেষকৃত্যের দায়িত্ব নেন সেই গৌতম গম্ভীর নিজেই। গম্ভীরের দুই মেয়েকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।